

বাঙালীর সার্কাস

শ্রীঅবনীজ্ঞকৃষ্ণ বসু

পাবলিসিটি ষ্টুডিও
৩৬৭ নং অপার টিপুর বোড
কলিকাতা

মূল্য ১০

প্রকাশক
শ্রীভূজঙ্গশেখর সিংহ
পাবলিসিটি ষ্টুডিও
৩৬৭, অপার চিংপুর রোড
কলিকাতা

প্রাপ্তিহান
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রিণ্টার
শ্রী রথী অক্ষয় বসু
পাবলিসিটি ষ্টুডিও প্রেস
৩৬৭, অপার চিংপুর রোড
কলিকাতা

বাঙালীর নব্য ব্যায়ামশালার
অন্ততম শিক্ষক ও
সংগঠনকর্তা,
বাঙালীর সাক্ষাতের
প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা
স্বর্গীয়
প্রিয়মান্ম অসু
মহাশয়ের
উদ্দেশে
‘বাঙালীর সাক্ষাত’
উৎসর্গীকৃত হইল ।

নিবেদন

বাঙালীর প্রতিভা বহুমুখী। ব্যায়ামকৌশল ও বল-বিক্রমের পরিচায়ক লোকরঞ্জন অঙ্গুষ্ঠানও তাহার একটা দিক। আমাদের দীর্ঘকালের জাতীয় অপৰাদ যে আমরা কোন বিষয়ের ইতিহাস রক্ষা করি না। দেশের কাজে লাগিতে পারে ভাবিয়া আমি বাঙালীর উল্লিখিত বিশেষ কর্মধারার এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম — জানি না ইহা দেশের লোকের কতদূর সমাদুর লাভে সমর্থ হইবে।

এই পুস্তকের অনেক আবশ্যক উপকরণ যাঁহাদের নিকট পাইয়াছি এবং ইহাতে প্রকাশিত কয়খানি ছন্দোপ্য ফটো যাঁহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, তাঁহাদের প্রত্যেককে আমার ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রবীন^১ সাহিত্যসেবী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় একান্ত যত্নের সহিত এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আন্তর্ভুক্ত দেখিয়া দিয়া ও ইহার জন্য একটি সুচিপ্রিয় ভূমিকা রচনা করিয়া দিয়া আমার অশেষ ফুরুজ্জতাভাজন হইয়াছেন। এই অবসরে তাঁহাকেও আমার ধন্তবাদ নিবেদন করিতেছি। ইতি

কলিকাতা

১লা শ্রাবণ, ১৩৪৩

বিনীত

শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু।

তৃমিকা

মানুষের পক্ষে যেমন—জাতির পক্ষেও তেমনই সকল বৃত্তির সমভাবে স্ফুরণই বাঞ্ছনীয় (Harmonious development of all the faculties)। শরীর-চর্চার ফলে শারীরিক বলবৃদ্ধি ও মানুষের পক্ষে প্রয়োজন এবং জীবন-সংগ্রামে তাহাব সহায়। বাঙালী কথন বাহুবলবিহীন, উত্তমশৃঙ্খল, কাপুরুষ ছিল না। কালিদাস রঘুর দিগ্ধিজয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, নদীবহুল বাঙালার নৃপতিরা নৌবহর লইয়া রঘুর সহিত যুক্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধি এই যে, বাঙালার রাজপুত্র বিজয় বাঙালী নাবিকচালিত নৌকায় সমুদ্র অতিক্রম করিয়া যাইয়া সিংহল বিজয় করিয়াছিলেন। বাঙালী যবদ্বীপের দিকে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং তাত্ত্বিকিতা বন্দর হইতে বাঙালীদিগের সমুদ্রযাত্রার কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। বাঙালার বিজয়বাহিনী হিন্দুভারতের রাজধানী বারাণসীতে, গঙ্গাযমুনার সঙ্গমক্ষেত্রে প্রয়াগে এবং উড়িষ্যার নৌলাশুকুলে বিজয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বাঙালীই বাঙালাকে বহিঃশক্তির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছে এবং অগ্রান্ত প্রদেশ জয় করিয়াছে।

ইংরাজের আমলের প্রথম ভাগেও বাঙালীর বাহুবলের পরিচয় পাওয়া যায়। সে লর্ড মিচেটো বঙ্গবিভাগের সময় বড়লাট

ছিলেন, তাহার পিতামহ বাঙালীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

“I never saw so handsome a race. They are much superior to the Madras people.....Those were slender. These are muscular, athletic figures, perfectly shaped.....”

শত বর্ষের কিছু অধিক কাল পূর্বে মিঃ হেবের তাহার Journal-এ লিখিয়াছিলেন :— “I have * * understood from many quarters, that the Bengalees are regarded as the greatest cowards in India ; and that partly owing to this reputation, and partly to their inferior size, the Sepoy regiments are always recruited from Behar and the upper provinces. Yet that little army with which Clive did such wonders, was chiefly raised from Bengal. So much are all men the creatures of circumstances and training.”

হেবেরের এই উক্তিতে বাঙালীর পূর্বকথা ও তৎকাল-প্রচলিত অপবাদ উভয়েরই উল্লেখ দেখা যায়। তখনই বাঙালীর মনৈষার খ্যাতি তাহার শারীরিক শক্তির খ্যাতিকে পরাভূত ও বিশৃঙ্খল করিয়াছে। এক দিকে দেশে শান্তি স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষার ফলে চাকুরীতে সহজে প্রবেশ লাভের সুবিধা, আর এক দিকে শশশূমলা বঙ্গভূমির উর্বরতা—এই দুই কারণে বাঙালী বাহ্যিক-চর্চা ত্যাগ করিয়াছিল ও ক্রমশঃ শ্রমবিমুখ, আরামপ্রিয় ও গৃহস্থী হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারই ফলে

যেখানে উত্তম ও অধ্যবসায়ের বিশেষ শারীরিক শর্মের প্রয়োজন, যাহাতে সাহস ও বিক্রিয়ের পরিচয়, তাহাতে বাঙালী পশ্চাত্পদ হইয়া পড়িয়াছিল। সাহিত্যবিজ্ঞানে বাঙালার অনেক মনীষী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করিলেও শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য কিংবা কোন প্রকার সাহস ও শক্তির কাজ যেন সাধারণ বাঙালীর প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির বহিভূত হইয়াছিল। সে কেবল সেই অখণ্ডি ও অগ্রবাসী হইয়া স্বীপুত্রপরিবার পরিবেষ্টিত থাকিয়া চাকুরী বজায় রাখিতে পারিলেই সুখী হইত ! এই ছঃখেই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

“পুণ্যপাপে ছঃখে সুখে পতনে উখানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তান !
হে মেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্ষেত্রে
চিরশিশু ক'রে আর রাখিও না ধ'রে !
দেশ দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান !
পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিও না ভাল ছেলে ক'রে !
প্রাণ দিয়ে, ছঃখ স'য়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে !
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে
দাও সবে গৃহচাড়া লক্ষ্মীচাড়া ক'রে !
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুঁগ জননী,
রেখেছ বাঙালী ক'রে, মানুষ করনি !”

বাঙালীর এই নিশ্চেষ্ট এবং অসহায় অবস্থার মধ্যে যে
সব বাঙালী গতাহুগতিকৃতি বর্জন করিয়া নৃতন পথে প্রতিভা-
বিকাশের কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রিয়নাথ বসু
মহাশয় দেশের লোককে ব্যায়ামশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করিয়া এবং
বাঙালীর সার্কাস গঠিত করিয়া দেশবিদেশে বাঙালীর খ্যাতি প্রচার
করিয়াছিলেন। ইনি যে নৃতন পথে আপনার কৃতিত্বের পরিচয়
দিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার স্বজাতির গৌরব বৰ্দ্ধিত হইয়াছে।
ইনি সার্কাসে সাফল্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, বাঙালী
যেমন জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোক ভারতের সর্বত্র বিস্তার করিয়া
ভারতবাসীর পথিপ্রদর্শকের কাজ করিয়াছে, তেমনই ব্যায়ামকৌশল
ও সাহসের পরিচয়েও এই বাঙালী অগ্রগত প্রদেশের পুরোবর্তী এবং
অনেক ক্ষেত্রে বিদেশীয়দিগেরও পূর্বগামী।

এই পুত্রকে বাঙালীর সার্কাসের স্থষ্টি, হিতি ও লোপ
এবং তাহার গৌরব-বিবরণ গ্রন্থকার কর্তৃক হৃদয়গ্রাহী ভাষায়
বিবৃত হইয়াছে। আশা করি, স্বজাতির গৌরবাভিমানী বাঙালী
মাত্রেরই নিকট ইহা আদৃত হইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বাঙালীর সার্কাস

বিষয়স্তুতি

১। হিন্দুমেলা ও তাহার প্রভাব	১
২। ব্যায়ামশালা গঠন	৮
৩। সার্কাসের সূত্রপাত	১০
৪। গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস	১৬
৫। ‘বোসের সার্কাস’ ও স্বদেশী আন্দোলন	৩৪
৬। খেলা ও খেলাড়িগণ	৪০
৭। শামাকাণ্ডের সার্কাস	৬৩
৮। হিপোড্রোম সার্কাস	৬৬
৯। বাঙালীর সার্কাসের যুবনিকা পতন	৭০
১০। বাঙালীর গোরব।	৭৬

চিত্র সূচি

১।	কবিবর মনোমোহন বসু	২
২।	শ্রীযুক্ত গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়	৬
৩।	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়	১২
৪।	মিঃ এস্. ও, আবেল ও তাহার শিক্ষিত ‘পোনি’	১৪
৫।	প্রোফেসার প্রিয়নাথ বসু	১৮
৬।	মতিলাল বসু	২০
৭।	সুশীলাসুন্দরী ও ‘লক্ষ্মী’ বাঘ	৪২
৮।	প্রোফেসার প্রিয়নাথ বসু (ঘোবনে)	৪৮
৯।	পান্নালাল বর্দ্ধন	৫৪
১০।	অশ্বপৃষ্ঠে বীরেন্দ্রনাথ ও ইরেন্দ্রনাথ	৫৬
১১।	শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ঘোষ	৫৮
১২।	ষাঢ়কর শ্রীযুক্ত গণপতি চক্রবর্তী	৬০
১৩।	‘ভীমভবানী’ বুকের উপর হাতী তুলিতেছেন	৬২
১৪।	শ্রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে সোহং স্বামী)	৬৪
১৫।	ক্ষফলাল বসাক	৬৮
১৬।	প্রোফেসার প্রিয়নাথ বসু (বন্ধু বয়সে)	৭৪
১৭।	শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বসু ও তাহার শিক্ষিত তিনটি হাতী		...	৭৮

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান् !

—রবীন্দ্রনাথ

বাঙ্গালীর সার্কাস

‘হিন্দুমেলা’ ও তাহার প্রভাব

বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ ‘হিন্দুমেলা’ নামক বিরাট জাতীয় অনুষ্ঠানের এবং ‘জাতীয় সভার’ অভ্যন্তরিকাল। তখন বাঙ্গালা দেশ জাতীয় ভাবের প্রবল আন্দোলনে উদ্বেগিত। স্বর্গীয় নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনোমোহন বসু প্রতিভা এই মেলার ও ‘জাতীয় সভার’ উৎসাহী ও উদ্ঘোষী কর্তৃ ছিলেন। এদি কথনও ভারতের দেশান্তরিক্ষে ও জাতীয়তা-বিকাশের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচিত হয়, তাহা হইলে এই ‘হিন্দুমেলা’ ও ইহার উদ্ঘোষিগণের কথা তাহাতে স্বর্ণকরে লিখিত থাকিবে। উপর্যুক্ত ইহা ইতিহাসের এক বিস্তৃত অধ্যায়ে পরিণত। এই ‘হিন্দুমেলা’র জন্ম সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জয় ভারতের জয়’ স্বদেশী গান ও কবিবর মনোমোহন বসুর অমর সঙ্গীত ‘দিনের দিন সবে দীন হ’রে পরাধীন’ রচিত ও তথায় তাহা প্রথম গীত হয়। মনোমোহনের এই গানে ভারতের অসহায়

বাঙালীর সার্কাস

অবস্থা মন্দস্পর্শনী ভাষায় বর্ণিত আছে ; চরকার পুনঃপ্রবর্তন-প্রয়োজনের ইঙ্গিত এই বাঙালীর গানে প্রথম প্রদত্ত হইয়াছিল এবং স্বাবলম্বন ভিন্ন যে জাতির উৎসানের অন্ত উপায় নাই এই সঙ্গীতে সেই কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়। এক কথায় এই মেলাক্ষেত্রে সঙ্গীতে, বক্তৃতায় ও প্রদর্শনী সাহায্যে যে দেশান্বিতবোধের ভাব প্রথম অঙ্কুরিত হয়, তাহাই কালক্রমে কংগ্রেসরূপ মহামহীকরহের আকার ধারণ করিয়া আজ সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। আমাদিগের দেশের ষত কিছু সদরুচ্ছানের মূল খুঁজিতে যাইলে এই মেলায় যাইয়া পৌছিতে হয়। বাঙালীর সার্কাসের গোড়ার কথা বলিতে গেলেও এই মেলার কথা বলিতে হয়। এই মেলারই প্রভাবে এবং এই মেলারই সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের উৎসাহ ও চেষ্টায় তখন দেশে—প্রধানতঃ এই কলিকাতা মহানগরীতে—ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠার ও ব্যায়ামচর্চার সাড়া পড়িয়া যায়।

“যদিও সে সময়ে অন্নসংখ্যক বাঙালী কুস্তি নামক ব্যায়ামে ঘনোযোগী থাকিতেন, কিন্তু সে কুস্তিগীরদিগের কার্য্যতৎপরতা থাকিত না। ইহা দেখিয়া উক্ত নবগোপাল বাবু ও ঘনোযোহন বাবুর উদ্ধোগে উক্ত জাতীয় সভার অধীনে একটি রীতিমত ব্যায়াম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাতে এক জন বেতনভোগী ইংরাজ বালকগণকে Gymnastic শিক্ষা দিতেন। এই বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীযুক্ত শ্রামাচরণ ঘোষ হগলীকলেজের



কবিত্বের মনোমোহন বসু

বাঙালীর সার্কাস

Gymnastic শিক্ষক, শ্রীযুক্ত অধিলচন্দ্র চন্দ্র শানীয় Gymnastic আখড়ার অধ্যক্ষ এবং ৩দীননাথ ঘোষ পরে জাতীয় সভার বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়াছিলেন ; তৎপরে জাতীয় বিদ্যালয় হইতে অসাধারণ বলশালী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত শুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহোদর) সাধারণের বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সিংহ এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সিংহ বৈমাত্রেয় ভাতৃদ্বয় যথাক্রমে হিন্দু ও হোৱাৰ স্কুলের Gymnastic শিক্ষকরূপে কার্য করিয়াছিলেন।” *

এই ব্যায়ামচর্চা হইতেই বাঙালীর সার্কাস গঠনপ্রচেষ্টার স্তুতিপাত হয়। প্রিয়নাথ বসুর প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত ‘প্রোফেসর বোসের সার্কাসও’ উপরোক্ত ‘হিন্দুমেলা’ ও ‘জাতীয় সভার’ প্রভাবের ফলস্বরূপ বলা যাইতে পারে। “কতকগুলা মড়াখেকো ঘোড়া লইয়া নবগোপাল বাবুই সর্বপ্রথম বাঙালী সার্কাসের স্তুতিপাত করেন। আজ যে Rose's Circusএর ক্ষতিত্ব ও নানা প্রশংসাবাণী শুনা যায় তাহা নবগোপাল বাবুর অনুষ্ঠিত সেই বাঙালী সার্কাসের চরম ক্রমোন্নতি বলিতে হইবে।”—(‘জ্যোতিরিণ্ড্রনাথের জীবনস্মৃতি’)

* বাণীনাথ নন্দী (‘জন্মভূমি,’ ১৩১৯

ব্যায়ামশালা গঠন

নবগোপাল মিত্রের ব্যায়ামশালা গঠনের পরে শ্রীযুক্ত গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যায়ামশালা গঠনের ও ব্যায়ামচর্চা প্রচারের চেষ্টার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার আহিরীটোলা অঞ্চলে গৌরবাবুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রাজবল্লভ মুখোপাধ্যায়। গৌরবাবুর মাতা এক জন বিদ্বী মহিলা ছিলেন এবং বিখ্যাত পঙ্গিত নবদ্বীপচন্দ গোস্বামী ছিলেন গৌরবাবুর মাতুল।

বাল্যকালে গৌরবাবু পাড়ার ছেলেদের জুটাইয়া তীর-ধনুক, লাঠি প্রভৃতি লইয়া ‘যুদ্ধ-বিগ্রহ’ ইত্যাদি খেলিতে ভাল বাসিতেন; কখনও বা তাঁহারা তই দলে বিভক্ত হইয়া ‘রাম-রাবণের যুদ্ধ’ খেলিতেন। গৌরবাবু ও তাঁহার সঙ্গিগণের হাতে পাড়ার মাতাল প্রভৃতি কোনও দুষ্কৃতকারীর লাঙ্ঘনার সীমা থাকিত না। ছেলে বেলা হইতেই তিনি সন্তুরণপটু ছিলেন; উপনয়নের পর ‘দণ্ডী’ ভাসাইতে গিয়া তিনি প্রথম গঙ্গা পার হইয়া যান। গঙ্গায় স্নান

বাঙালীর সাক্ষাৎ

করিতে যাইয়া তিনি নৌকা ডিঙ্গাইয়া জলে ঝাঁপ দিতে ভাল বাসিতেন। ক্রমশঃ তিনি তিন খানি নৌকা অনায়াসে ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারিতেন। এক বার ঐরূপে চারখানি নৌকা ডিঙ্গাইতে যাইয়া তিনি তিনখানি নৌকা সহজে পার হইবার পর চতুর্থ নৌকাখানি ডিঙ্গাইতে অসমর্থ হইয়া শেষে ঢুই হাতে তাহার মাস্তুল জাপ্টাইয়া ধরিয়া ঝুলিয়া পড়েন।

বেনেটোলার বটফুর্ম দ্বারে আখ্ডায় গৌরবাবু কুস্তি ও জিমন্টাষ্টিক শিখিতে আরম্ভ করেন। কালে তিনি এক জন ভাল লাঠি-খেলোয়াড় ও কুস্তিগীর হন এবং অনেক বড় বড় পালোয়ানকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন। গৌরবাবু হরচন্দ লেনের এক আখ্ডায় প্রত্যহ কুস্তী শিখাইতে যাইতেন ও তথায় নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা জিমন্টাষ্টিক বিদ্যা আয়ত্ত করেন।

উঁ: আখ্ডায় শিখাইতে শিখাইতে গৌরবাবু আহিরীটোলা ও কলিকাতার বহু পল্লীতে অনেকগুলি আখ্ডা স্থাপন করেন। ব্যায়ামচর্চা যাহাতে প্রসার লাভ করে এজন্ত তাঁহার আগ্রহের সীমা ছিল না। তাঁহার ঐকাণ্ডিক যত্ন ও চেষ্টার ফলে তাঁহার প্রভাব কলিকাতার বাহিরেও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তখন তাঁহার নামে ও তত্ত্বাবধানে এত ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, তাহার সকলগুলিতে যাইয়া তাঁহার নিজের শিক্ষকতা করা সম্ভবপর হইত না। তাই তিনি তাঁহার কয়েকটি উপযুক্ত ছাত্রকে শিক্ষকতার ভার দিয়া এই ব্যায়ামশালাগুলি ভাগ করিয়া

বাঙালীর সার্কাস

দিয়াছিলেন। বলা বাহ্য এই সমস্ত ক্লাবই সৌখীন অর্থাৎ Amateur Club ছিল। গৌরবাবুর কৃতী ও প্রিয় ছাত্র প্রিয়নাথ বন্ধুর উপরও ঐরূপে অনেকগুলি ব্যায়ামশালার শিক্ষকতার ভার পড়ে।

গৌরবাবুর ছাত্রগণের মধ্যে এই প্রিয়নাথ বন্ধু উত্তরকালে ‘প্রোফেসার বন্ধু’ নামে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সুহিত তাঁহার সম্মত অবিচ্ছেদ্য। ইন্হি বাঙালীর সার্কাস ‘প্রোফেসার বোসের সার্কাসের’ প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন।

জিলা ২৪ পরগনার অন্তর্গত ছোট জাগুলীয়া গ্রামে তত্ত্ব বন্ধু বংশে প্রিয়নাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাঙালার প্রসিদ্ধ কবি ও নাটককার, পূর্বোল্লিখিত ‘হিন্দুমেলার’ অন্ততম উত্তোলী মনোমোহন বন্ধু মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র।

প্রিয়নাথ প্রথমে নিজের গ্রামের স্কুলে ও পরে কলিকাতার ‘মেট্রোপলিটন ইন্সিটিউসনে’ বিদ্যাশিক্ষা করেন। এই ছাত্রাবস্থা হইতেই তাঁহার ব্যায়ামচর্চার প্রতি প্রেরণ অনুরোগ দৃষ্ট হয়। তিনি উল্লিখিত গৌরবাবুর নিকট বৌতিমত জিমন্টাইক প্রভৃতি শিক্ষা করেন। প্রিয়নাথ ভাল জিমন্টাইক করিতে পারিলেও, জিমন্টাইক শিখানৱ ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ ছিল। তিনি গৌরবাবুর প্রবর্তিত কয়েকটি ব্যায়ামশালায় শিক্ষকতা করিতে করিতে ভোলানাথ মিশ এবং “আউল চার” নামে অভিহিত এক ব্যক্তিকে

বাঙ্গালীর সার্কাস

লইয়া কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লীতে একটি জিমগাষ্টিক ক্লাব গঠন করেন। রাজবন্দিপাড়ার এটর্নি শরৎকুমার সরকার এই আগৃড়ায় শিক্ষকতা করিতেন। শেষে এই সিমলার আখড়া বিভক্ত হইয়া যায়; ভোলানাথ স্বতন্ত্র আখড়া করেন এবং প্রিয়নাথ সিমুলিয়ায় নিজ বাসভবনের নিকটেই একটি আখড়া স্থাপন করেন। এই আখড়ায় প্রিয়নাথের মধ্যমাণ্ডজ মতিলাল বসুর সহপাঠী বন্ধু এবং তাহাদের প্রতিবেশী স্বনামধন্ত বিবেকানন্দ স্বামী কিছু দিন ব্যায়ামচর্চা করিয়াছিলেন।

“প্রিয়নাথ বসুর এই একটি সিমলার আখড়া হইতে সহরময় এবং সহরের বাহিরেও বহু জিমগাষ্টিকের আখড়ার স্ফটি হয় এবং ঐ সকল আখড়ার (গৌরবাবু বলেন, মাত্র কলিকাতায় সিমলা হইতে নেবুতলা পর্যন্ত প্রায় ৫০টি আখড়ায়) প্রিয়নাথ নিজে শিক্ষকতা করিতেন। গৌরবাবু বলেন যে, প্রিয়নাথ সর্বপ্রথম বাঙ্গালীর ভিতর Pyramid - Act ও Juggling Act অতি সুন্দর করিতে পারিতেন। তা ছাড়া Parallel ও Horizontal Bar, অশ্বারোহণ প্রভৃতিতে তাহার দক্ষতা থাকিলেও তিনি এক জন ভাল ব্যায়ামবীর অপেক্ষা ভাল ব্যায়ামশিক্ষক ছিলেন। তিনি পালাক্রমে কলিকাতায় এতগুলি ক্লাবের সংগঠন ও শিক্ষাকার্য চালাইয়া সহরের বাহিরে নিকটবর্তী গ্রামসমূহেও (যথা আগড়পাড়া, পানিহাটি এবং নিজগ্রাম জাঙ্গলীয়া) ব্যায়ামের জন্ত আখড়া স্থাপন করেন। নিজের স্কুলের জলখাবারের পয়সা

বাঙালীর সার্কাস

বাঁচাইয়া অথবা মা'র নিকট হইতে পয়সা সংগ্রহ করিয়া ত্রি
সকল গ্রামে গিয়াও তিনি ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। প্রিয়নাথ স্বয়ং
বলিতেন যে, তাঁহার সকল ব্যায়ামশালায় নিম্নলিখিত কয়েকটি
সাধারণ নিয়ম ছিল এবং ত্রি সকল নিয়ম সকলকেই পালন
করিতে হইত :—

১। অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কেহ আখড়ায় ঘোগ
দিবেন না। (বলা বাহ্ল্য কোনও অভিভাবক মত না দিলে তিনি
নিজে গিয়া উদ্দেশ্য বুঝাইয়া স্বজাইয়া ও অনুনয় বিনয় সহকারে
অনুমতি করাইবার চেষ্টা করিতেন)।

২। কেহ কোনও ক্লুপ নেশার দ্রব্য সেবন করিতে পারিবেন
না—মায় পান, তামাক, নস্ত পর্যন্ত নহে।

৩। কেহ খুব সৌখীন কায়দায় চুলের বাহার বা টেরী
কাটিতে পারিবেন না, তবে চুল আঁচড়াইবেন।” *

প্রিয়নাথ যখন নিজগ্রাম ছোট জাগুলীয়ায় জিমন্টাইকের
আখড়া খুলিয়াছিলেন, তখন গ্রামের প্রবীণ সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি
অত্যন্ত বিরুপ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জাতি ভাতা হাইকোটের
প্রসিদ্ধ উকীল শ্রদ্ধেয় অমরনাথ বসু মহাশয় প্রিয়নাথকে এই কার্যে
সমুচিত উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন ও তাঁহার নিজের বাড়ীর
ছেলেদের প্রিয়নাথের ক্লাবে পাঠাইয়াছিলেন।

‘বাঙালীর বাহ্বল’—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত

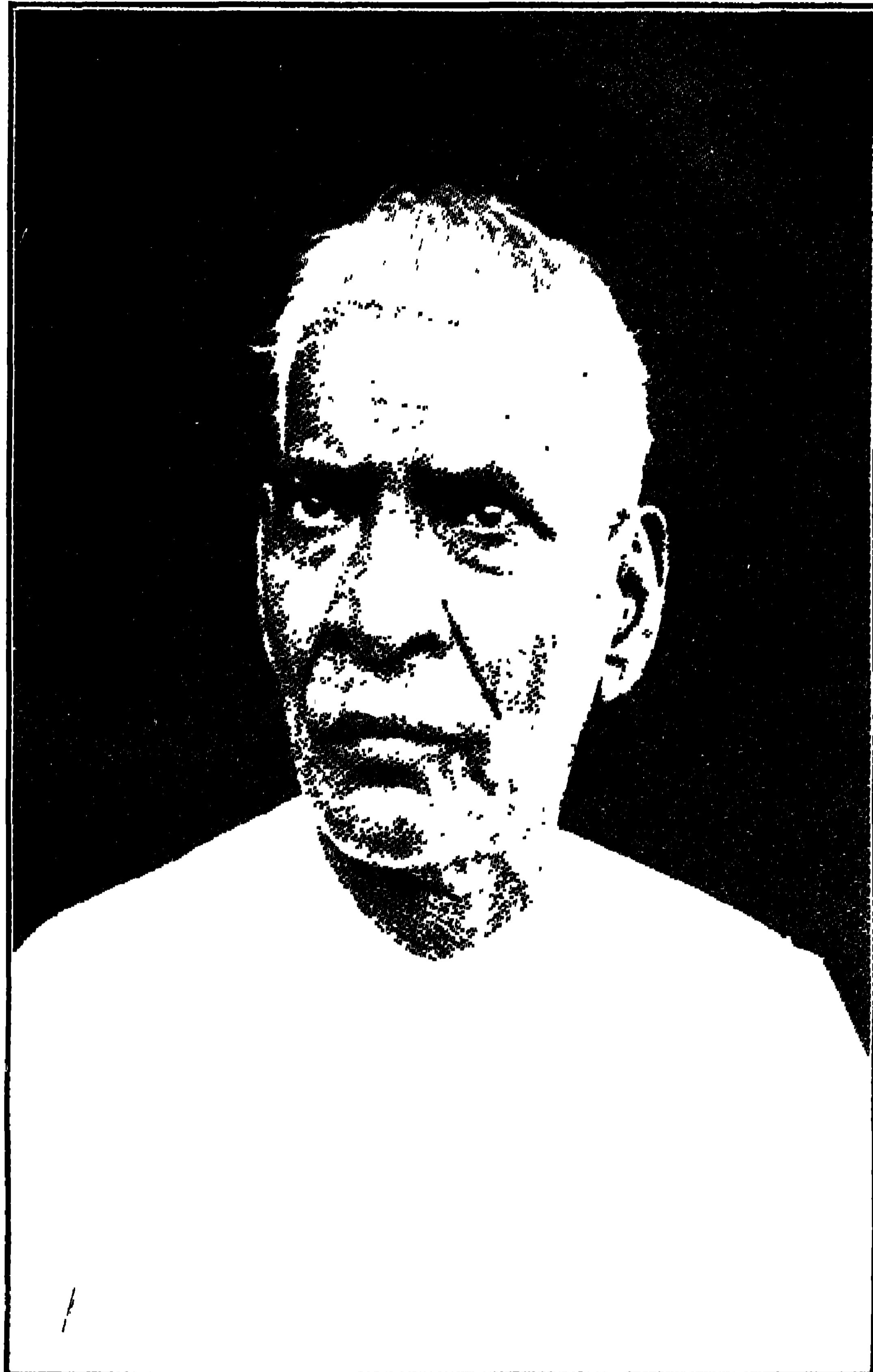
বাঙালীর সার্কাস

জাগুলীয়ায় প্রিয়নাথ ক্লাবের ছেলেদের শুধু ব্যায়াম
শিখাইয়াই ক্ষান্তি ছিলেন না, তিনি তাহাদের গ্রামের জঙ্গল
কাটা, রাস্তা মেরামত করা, মৃতের সৎকার করা এবং অগ্নাত
স্বাস্থ্যপ্রদ অথচ জনহিতকর কর্মেও নিযুক্ত রাখিতেন। আজ
যখন পল্লীর সংস্কার-কাজের এত কথা উনা যায়, তখন তাঁহার
এই কাজ স্মরণীয়। বলা বাহুল্য, ইংরাজ শাসনে দেশের
পুরাতন স্বাবলম্বনমূলক প্রচেষ্টাসমূহের উচ্চেদ সাধিত হইবার
পূর্বে পল্লীগ্রামের লোকরা পরমুখাপেক্ষী না থাকিয়া আপনাদের
অনেক অভাব আপনারাই দূর করিতেন।

সার্কাসের সূত্রপাত

ছাত্রাবস্থায় প্রিয়নাথকে এইরূপ ব্যায়ামচর্চায় অত্যন্ত আগ্রহশীল ও পাঠে অমনোযোগী দেখিয়া অথচ তাহার চিত্রাঙ্কণে নৈপুণ্য আছে শক্ষ্য করিয়া তাহার পিতা তাহাকে ‘গবর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্ট’ ভর্তি করিয়া দিলেন ; প্রিয়নাথ আর্ট স্কুলে শিক্ষা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাহার ব্যায়ামচর্চা সমভাবেই চলিতে লাগিল।

তখন কলিকাতায় Wilson's Great World Circus, Chirany's Circus প্রভৃতি যুরোপীয় সার্কাস খেলা দেখাইতে আসিত। প্রিয়নাথ প্রায়ই সার্কাসে যাইয়া অভিনিবেশ সহকারে খেলা দেখিতেন ; খেলা দেখিতে দেখিতে সঙ্গম করিতেন—“আমাকে এইরূপ একটি বাঙালীর দল গঠন করিতে হইবে—চেষ্টা করিলে বাঙালীও কত সাহস ও কৌশলের পরিচয় দিতে পারে তাহা দেখাইতে হইবে—বাঙালীর ভীরুতার অগ্রায় অপবাদ দূর করিতে হইবে।” তিনি সার্কাসের খেলা দেখিতে গিয়া



শ্রীযুক্ত গৌরমেহন মুখোপাধায়

বাঙালীর সার্কাস

অনেক সময় কোন কোন খেলার বিশেষ বিশেষ অঙ্গভঙ্গীর বা খেলার যন্ত্রপাতির ছবি আঁকিয়া আনিতেন।

এই সময়ে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। প্রিয়নাথের গ্রামের রাস্তায় তাহারই ক্লাবের সম্মুখে কোথা হইতে জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার একটি ছোট ঘোড়ার আবির্ভাব হইল। তাহার ছাত্ররা যেন অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ধরিয়াছে এই ভাবে মহা হৈ চৈ করিয়া ঘোড়াটিকে আখ্দাবাড়ীতে ধরিয়া আনিল। ঘোড়াটিকে পাইয়া প্রিয়নাথের মাথায় সার্কাস সংগঠনের সুপ্ত কল্পনা জাগিয়া উঠিল ; তিনি উৎসাহের সহিত ঘোড়াটিকে খেলা শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। দেখা যায়, অনেক সময় সামান্য ঘটনা হইতে অনেক বৃহৎ ব্যাপারের আরম্ভ হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল ; এই অজ্ঞাতস্বামী ঘোটককে উপলক্ষ করিয়া বাঙালীর বৃহত্তম ভবিষ্যৎ সার্কাসের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

কিছুকাল গবণ্মেণ্ট শিল্প-বিদ্যালয়ে শিক্ষার পর অঙ্গনকার্যের জন্য প্রিয়নাথের ৭৫ বেতনের একটি চাকুরি স্থির হইল ; তাহাকে চাকুরিতে বাধ্য করাইবার চেষ্টামাত্রাই তাহার আজন্ম-পোষিত স্বাধীন ভাব একেবারে গর্জিয়া উঠিল ; তিনি চাকুরি করিতে সম্মত ত হইলেনই না, পরন্তু গৃহস্থ সকলের অমতে নিজের অভিপ্রেত পথে অগ্রসর হইলেন। পিতার নিষেধ, মাতার অনুরোধ কিছুই আর তাহাকে ফিরাইতে পারিল না।

‘স্বাবলম্বন ভিল উপায় নাই’ ‘বাঙালীর বাহবল-চর্চা প্রয়োজন’

বাঙালীর সার্কাস

প্রভুতি ধারণা পূর্ব হইতেই প্রিয়নাথের হাতে বক্ষমূল হইয়াছিল। এই বার তিনি যেন বাঙালীর ভৌরতার অপবাদ অপনোদনের জন্ম একটি সার্কাসের দল গঠন করিতে বক্ষপরিকর হইলেন। কিন্তু দল গঠন করিব বলিলেই দল গঠন হয় না—মূলে অনেক অর্থ চাই। “Where there is a will there is a way”—কথাটি চিরপ্রসিদ্ধ; প্রিয়নাথের দৃঢ় সঙ্গের নিকট কোন বাধাই টিকিল না। অভূতপূর্ব উপারে গোপনে বাড়ীর মেঝেদের নিকট হইতে ও অন্যান্য স্থানে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিলেন এবং ১৮৮৭ পৃষ্ঠাবে সামান্য ভাবে ‘প্রোফেসর’ বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস’ নাম দিয়। একটি সার্কাস খুলিলেন।

এই সময় প্রিয়নাথের পিতৃবন্ধু বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা গুরুদাস চট্টপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় প্রিয়নাথদের বাড়ীর ঠিক পাশের বাড়ীতে থাকিতেন ও এই দুই বাড়ীর পরিবারবর্গ অন্তরঙ্গ স্থান-স্থানে আবন্দ ছিলেন। গুরুদাস বাবু প্রথম হইতেই প্রিয়নাথের দ্যায়াম সংক্রান্ত সকল অনুষ্ঠান সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিতেন ও তাহার এক জন প্রধান উৎসাহাতা ছিলেন। এই বার তিনিও প্রিয়নাথের পিতাকে না জানাইয়া মধ্যে মধ্যে তাহাকে গোপনে কিছু কিছু টাকা অল্প দিনের জন্য দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। গুরুদাস বাবু স্বাবলম্বী এবং স্বপ্রতিষ্ঠ পুরুষ; প্রিয়নাথের গুরু ব্যবসায়ে নব-ব্রতী যুবকের বাধা বিপন্নিতে সমবেদনশীল হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক।



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

বাঙালীর সার্কাস

এইখানে ‘প্রোফেসার বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের’ পূর্ববর্তী সার্কাস-গঠন-প্রচেষ্টার কথা বলিব। পূর্বেন্দিখিত নবগোপাল মিত্র মহাশয় তাহার ব্যায়ামশালার ছাই চারি জন ছাত্র ও কয়েকটি ঘোড়া লইয়া National Circus নাম দিয়া এক সার্কাস করিয়াছিলেন। * ইহা সার্কাসের একটি ঠাট্ট মাত্র। এই সার্কাসে খেলা দেখাইবার জন্য নবগোপাল বাবু মধ্যে মধ্যে প্রিয়নাথের আগত্ত্বার ছাত্র চাহিয়া আনিতেন। ইহার কিছুকাল পরেই প্রিয়নাথ নবগোপাল বাবুর ঘোড়া প্রভৃতি কিনিয়া লইয়াছিলেন।

এই হানে মার্কিন দেশবাসী প্রসিদ্ধ S. O. Abel'এর কথা উল্লেখযোগ্য। ইনি পূর্বে Wilson's Circus'এ হস্তিশিক্ষক ছিলেন। Wilson's Circus ছাড়িয়া দিয়া ইনি কলিকাতায় আসিয়া আরও ছাই তিনি জন যুরোপীয় খেলাড়ি লইয়া থিয়েটারে থিয়েটারে অথবা ধনিগৃহে খেলা দেখাইয়া জীবিকার্জন করিতে-ছিলেন। National Circus'এর পর নবগোপাল বাবুর জামাতা হিন্দু স্কুলের ব্যায়ামশিক্ষক রাজেন্দ্রলাল সিংহ, লগলী কলেজের ব্যায়ামশিক্ষক শ্রামাচরণ ঘোষ, জাতীয় বিপ্লবের ব্যায়ামশিক্ষক দীননাথ ঘোষ এবং কাঁশারিপাড়ার বিখ্যাত ব্যায়ামশিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ পাল প্রভৃতি কয়েকজনে মিলিত হইয়া জনসাধারণের নিকট চান্দা সংগ্রহপূর্বক উল্লিখিত মিষ্টার আবেলকে জুটাইয়া

* কাহারও কাহারও মতে ‘গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসের’ পরে ‘স্থান্ত্রাল সার্কাস’ হয়।

বাঙালীর সার্কাস

কলিকাতার রাজার বাজার অঞ্চলে Great Indian Circus নাম দিয়া এক সার্কাস খুলিয়াছিলেন। চালা বাধিয়া এই সার্কাস দেখান হইত। আবেল ঘোড়া শিখাইতেন ও ঘোড়ার খেলা দেখাইতেন। তিনি অন্ন দিনের মধ্যেই দলটিকে শিখাইয়া তৈয়ারী করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইহার কয়েক মাস পরেই রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র হরিমোহন রায়ের সার্কাস করিবার স্থ হয় ও তিনি ‘গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস’ কিনিয়া লইয়া তাহা তাহার আমহাট’ প্রীটভ বাসভবনের সংলগ্ন পশুশালার প্রাঙ্গনে স্থানান্তরিত করিয়া তথায় খেলা দেখাইতে থাকিলেন। তখন ইহা ‘হরিমোহন রায়ের দল’ নামে প্রসিদ্ধ হয়।

ইহার কিছু দিন পরেই আবেল চট্টগ্রামে গিয়া তথায় Olmann নামক এক জন জার্মানের সহিত Abel Klaer Olmann Circus নামক বিখ্যাত সার্কাস খুলিয়াছিলেন ও এই সার্কাস লইয়া তিনি প্রায় সমস্ত প্রাচ্য ভূখণ্ড পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। আবেল 65 years of a Showman’s Life নামক এক পুস্তিকা রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। আবেল চট্টগ্রামে যাইবার সময় খণ্ডলাল বসাক, পূর্বোক্ত রাজেন্দ্রলাল সিংহের কনিষ্ঠ ভাতা খণ্ডলাল সিংহ ও শ্রীমূক্ত ভূতনাথ বসু প্রভৃতি Great Indian Circus-এর কয়েকজন খেলোয়াড়কেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। খণ্ডলাল একজন ভাল অশ্বারোহী ছিলেন। অফ্রেলিয়ার মি: আবেল



ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କିତ ପାନି

বাঙালীর সার্কাস

খগেন্দ্রলালের পক্ষ হইতে সমগ্র অঞ্চেলিয়াবাসীকে অশ্বারোহণ বিদ্যার প্রতিযোগিতায় আহ্বান (challenge) করিয়াছিলেন। অঞ্চেলিয়া-বাসিগণ কেহ খগেন্দ্রলালকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই।

আবেল ‘গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস’ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার কিছু দিন পরে ঘোগীন্দ্রনাথ পাল Great Indian Circus-এর সহাধিকারী হন। শেষে প্রিয়নাথ বসুর প্রতিষ্ঠিত ‘প্রোফেসার বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস’ যথন ভাৰতবৰ্ষের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া প্ৰথমবাৱ কলিকাতায় খেলা দেখাইতে আসে, সেই বৎসৱ (অৰ্থাৎ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে) ঘোগীন্দ্রনাথ পাল ‘গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসকে’ তাঁহার দল বিক্ৰয় কৰিয়া ফেলেন ও তিনি নিজে তথায় শিক্ষককূপে নিযুক্ত হন। তিনি মৃত্যুকাল পৰ্যন্ত তথায় কার্য কৰিয়াছিলেন।

প্রোফেসর বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস

দুর্গম নৃতন পথের যাত্রীর অদৃষ্টসূচিভ দৃঃখ ও বিড়শনা মাথায়
করিয়া প্রথম প্রথম ঘোর অস্ত্রবিধি ও বিপদের মধ্য দিয়া প্রিয়নাথ
বসু আজ্ঞায়-স্বজনের সন্দেহ ও বিরক্তিভাজন হইয়া অতি কষ্টে
সার্কাসের দলটিকে চালাইতে লাগিলেন। বিদেশে এক বার
অর্থাত্বে তাঁহাকে এক্ষণ পীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল যে,
সংবাদ পাইয়া কলিকাতা হইতে স্বেহপ্রবণ পিতাকে তথায় ঘাইতে
হয় ; তিনি ঘাইয়া পুত্রকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া ফিরাইয়া
আনিলেন ও তাঁহাকে আর এ কার্যে লিপ্ত হইতে নিষেধ করিলেন।
কিন্তু প্রিয়নাথ ‘সাধিলেই সিঙ্কি’ এই মহাবাক্য বিশ্বাস করিতেন ;
তিনি নিজের ঈশ্বরি কাজকে কিছুতেই ত্যাগ করিতে সম্মত
হইলেন না—বিশুণ উৎসাহে আবার দল গঠন করিয়া চালাইতে
লাগিলেন।

অন্নকালের মধ্যেই ‘গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস’ বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ
করিল ও ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে রংপুরের দরবার উপলক্ষে

বাঙালীর সার্কাস

তাজহাট রাজবাটীতে খেলা দেখাইবার জন্য নিম্নুক্ত হইল। খেলা
দেখিয়া রাজা গোবিন্দলাল রায় এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি
নির্দ্বারিত পারিশ্রমিক ব্যতীত দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে
২৫ জোড়া শাল উপহার দান করিয়াছিলেন এবং নিম্নলিখিত
প্রশংসাপত্রখানিও দিয়াছিলেন—

Rungpur,
10th December, 1888.

Most gladly I do hereby certify that Professor P. N. Bose's 'Great Bengal Circus Company' performed prodigies of equestrian and gymnastic feats on the Durbar held at my Tajhat house. I engaged them for two nights, but was so highly pleased with their performances, that I could not but retain them for two nights more.

I shall be indeed happy to patronise their cause.

(Sd.) Gobindalal Roy
Raja of Rungpur.

ঞ্জি সময়েই কাকিনার (রংপুর) রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী
মহাশয় 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের' খেলা দেখিয়া উৎসাহ দিয়া
লিখিয়াছিলেন—

"I hope all noblemen and gentlemen will help their cause as I consider an institution for

বাঙ্গালীর সার্কাস

the display of gymnastic and equestrian feats is a national glory."

পাঠক দেখিবেন, মহিমারঞ্জনের এই আশা সম্পূর্ণ ফলবতী হইয়াছিল। প্রথম প্রথম এইরপে বাঙ্গালার জমিদারবর্গের গৃহে খেলা দেখাইবার জন্য 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' আহুত হইতে লাগিল এবং ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই চুক্তি অনুবায়ী অর্থ ব্যতীত অনেক জিনিষপত্র অথবা অশ প্রভৃতি জন্ম উপহার দিয়। সার্কাসের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে লাগিলেন। সার্কাসের আদ্যাবস্থায় এবং উত্তরকালেও ভারতবর্ষের রাজামহারাজাদের মধ্যে অনেক অনেক বার অনেক মূল্যবান উপহার দিয়াছিলেন; সকলের কথা এখানে বলা সন্তুষ্ট নহে, তবে ইহাদিগের মধ্যে ত্রিপুরার মহারাজা, রেণ্ড্রার মহারাজা, কাশীনরেশ, কাশীরের মহারাজা, ঝালড়য়ারের মহারাজা রাণা ঝালিম সিং বাহাদুর ও ময়মনসিংহের মহারাজা স্মর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে একাধিকবার একাধিক হস্তী ব্যাঘ প্রভৃতি উপহার দিয়াছিলেন।

এই বার প্রোফেসোর বস্তুর মধ্যমাগ্রজ মতিলাল বস্তুর কথা বলিব। ইনি সাহিত্যামোদী ও সঙ্গীতরসিক ছিলেন। ইনি 'চারি চিত্র' নামক উপন্যাস রচনা করিয়া এবং কয়েক বৎসর 'গান ও গল্প' নামে এক পাঞ্চিক পত্র সম্পাদন করিয়া তৎকালে স্বনাম অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি খুব 'কড়া'



প্রোফেসর প্রিয়নাথ বসু

বাঙালীর সার্কাস

প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং এক্ষণ তেজীয়ান ও স্পষ্টবাদী
ছিলেন যে, ব্যবসা সংক্রান্ত আদান প্রদানে এবং কর্মচারী
প্রভৃতির সহিত ব্যবহারে যে প্রীতি ও সহানুভূতির সহযোগ ও
স্বকৌশল আবশ্যিক তাহা তাঁহার ধাতুতে ছিল না। এই জগতে,
বোধ হয়, তিনি তাঁহার ঘোবনে কয়েকবার কয়েকটি ব্যবসায়ে
হস্তক্ষেপ করিয়া ফুতকার্য হইতে পারেন নাই। তবে তিনি
টাকাকড়ির ব্যাপারে এবং হিসাবপত্র বিষয়ে খুব সতর্ক ছিলেন;
ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা কম প্রয়োজনীয় নহে। পক্ষান্তরে প্রিয়নাথ
ব্যয় সম্বন্ধে কতকটা শিথিল-প্রকৃতির কিন্তু পরিশ্রমী, কর্মকুশল ও
জনপ্রিয় ছিলেন।

এই দৃষ্টি ভাতার দুর্ভুক্ত প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া এবং প্রিয়নাথকে
একা এই সার্কাস পরিচালনার বিপুল দায়িত্ব লইয়া নানারূপে বিব্রত
অথচ কিছুতেই সার্কাস ব্যবসায় হইতে ফিরাইবার উপায় নাই,
বুঝিয়া, তাঁহাদিগের পিতা মতিলালকে প্রিয়নাথের সহিত মিলিত
হইয়া দৃষ্টি জনে একযোগে কাজ করিবার উপদেশ দেন।
মতিলাল সম্মত হন। শুভমুহূর্তে তিনি ‘গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসে’
যোগদান করেন।

মতিলালকে পাইয়া প্রিয়নাথের বল বাড়িয়া গেল; অর্থাৎ
টাকা কড়ির দায়িত্ব, আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্র প্রভৃতি বিষয় হইতে
কতকটা অব্যাহতি লাভ করিয়া তিনি খেলোয়াড়দিগকে ও জন্ম
জানন্দয়ারগুলিকে শিক্ষাদান, খেলার জন্য নৃতন নৃতন যন্ত্রপাতির

বাঙ্গালীর সার্কাস

নির্মাণ, তাসু ও অগ্নাত্ত সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুত, বিজ্ঞাপন রচনা, কার্য পরিচালনা, রাজগৃহবর্গ এবং ইংরাজ রাজপুরুষগণের নিকট গমনাগমন এবং সর্বোপরি নৃতন নৃতন খেলার উদ্ভাবন ও পরিকল্পনা প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারে নিশ্চিন্তভাবে মনোনিবেশ পূর্বক দলটিকে মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবার সুযোগ লাভ করিলেন। এইরূপে হই ভাতা মিলিত ভাবে কাজ করায় ‘গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস’ উন্নতির শিখরে আরোহণ করিল।

ভবিষ্যৎকালে নানা কারণে একাধিক বার হই ভাতা পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল চালাইয়াছিলেন এবং কিছুকাল না যাইতেই আবার উভয়ে মিলিত হইয়াছিলেন। দেখা গিয়াছে, যখনই উভয় ভাতা একত্র হইয়াছেন, তখনই দল সমধিক গৌরব ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

‘গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস’ ক্রমে বাঙ্গালার বাহিরে খেলা দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে ইহার বশ-শ্রী-মণ্ডিত নাম দেশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। উত্তরে কাশ্মীরের মহারাজা হইতে দক্ষিণে মহিশূররাজ, আর পশ্চিমে গুজরাটের ভবনগর, জামনগর, জুনাগড়, বরদা প্রভৃতির রাজগৃহবর্গ হইতে পূর্বে বঙ্গের কুচবিহারাধিপতি, জমীদার রাজা গোবিন্দলাল ও রাজা জানকীবল্লভ প্রভৃতির আগ্রহে এমন স্থান, এমন নগর এবং এমন ঝিয়াসত, বোধ হয়, কম রহিল যেষ্ঠানে ‘প্রোফেসার বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস’ যাইয়া ক্রীড়া না দেখাইল ও সমাদুর না পাইল। ভারতবর্ষের



মতিলাল বন্দু

বাঙালীর সার্কাস

রাজন্তরগণের মধ্যে অনেকেই অন্ততঃ এক বারও প্রোফেসোর
বোসের সার্কাস দেখিয়া উচ্চাজ্ঞের প্রশংসাপত্র দিলেন।
বহুসংখ্যক প্রশংসাপত্রের মধ্যে মাত্র কয়েকখানি এখানে
প্রকাশিত হইল :—

Gondal

17th November, 1894.

On the occassion of H. E. Lord Harris' visit to the Gondal State we have had the pleasure, at the invitation of H. H. the Thakur Saheb of Gondal, of witnessing the admirable performances of 'Professor Bose's Great Bengal Circus.' H. E. the Governor and all the party were much pleased with the performance.

(Sd.) E. C. K. M. Ollivant, C. I. E., C. S.,
Political Agent, Kathiawar.

(Sd.) T. Harris, Lieutenant Colonel,
Military Secretary.

Lashkar Gwalior

29th June, 1896.

* * Professor P. N. Bose's Circus is one of the most unique productions the natives of India have adopted after the European method of equestrian athletic and comic performance.

বাঙালীর সার্কাস

This is the first time I had the pleasure of seeing the Bengali ladies and a girl appear in the scene and their graceful performance was exquisite.

On the whole from what I saw of his performance at His Highness the Maharaja of Gwalior's Palace on the 27th instant, I have no hesitation to say that Professor Bose's efforts in getting up his Great Bengal Circus of purely Bengali ladies and gentlemen have proved to be of great success.

Sir Michael Filose, Lt. Col., K. C. S. S.,
Secretary, Gwalior State and Late Governor of Malwa.

Saugor Cantonment

14th May, 1896.

* * It is wonderfully good of its kind * *

(Sd.) P. Neville Lt. Col.,
Commanding Saugor, Central India.

Panna

11th October, 1896.

The most exquisite performance of Professor Bose's Great Bengal Circus at the Kothi Palace at Panna afforded the utmost pleasure and amusement to the spectators for three nights.

বাঙালীর সার্কাস

His Highness the Mahendra Maharaja Sahib Bahadur was highly delighted with the numerous wonderful gymnastic exercises, daring manly exploits and astonishing feats of horsemanship, most excellently and successfully achieved by the various Bengali male and female members of the Circus.

* * * * *

(Sd.) Rao Anant Singh
Dewan, Panna State.

Jammu
2nd December, 1897.

Professor P. N. Bose entertained His Highness and the gentry at the palace at Jammu, with his performance. * * * *

The whole party were much pleased by what they saw and congratulate the Professor for the great success which has attended his efforts in getting up his 'Great Bengal Circus' of purely Bengali ladies and gentlemen.

(Sd.) Amar Singh, Raja, K. C. S. I.,
Vice President of Council,
Jammu and Kashmir State.

বাঙালীর সার্কাস

Lahore

4th April, 1898.

* * * Their exhibition of horsemanship and acrobatic feats are exceedingly good and quite equal to those of the best European circuses that I have seen in India. Mr. Pannalal's performances on the triple horizontal bars and those of Bir Badal Chand with two Royal Bengal Tigers are astonishing. Those of Miss Susila with the tigers are also very creditable and are I believe unique of their kind in this country.

The Company were very popular with all ranks and classes during their stay here and their performances universally admired and appreciated.

(Sd.) P. Chatterjee
Chief Justice, Punjab.

বাঙালার বাহিরে 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' তখন উল্লিখিত রাজামহারাজা বা পদস্থ ব্যক্তিগণ ব্যতীত জনসাধারণের চিন্ত কিরণপ অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল ও কিরণ অর্থ উপার্জন করিতেছিল তাহা নিম্নোক্ত তিনি খানি সংবাদ পত্রের মতৰ্য হইতে বুঝা যায় ;—

বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ

The Punjab Times 22-11-95.—

“Professor Bose's Great Bengal Circus continues to draw crowds to witness what to Rawalpindi is something new. The rush for seats is so great that money is nightly refused at the doors. * * ”

The Rajputana Malwa Times, 3-2-96.—

“The Great Bengal Circus Company which was almost a nine days' wonder in this sleepy hollow * * * were able to provide the Ajmere public with an entertainment which while it fully sustained the reputation which they have already earned for themselves, exceeded the most sanguine expectations of their patrons. * * ”

The Tribune, (Lahore) 10-11-97.—

“The Great Bengal Circus has taken the Lahore public by storm. No other show had such a hold on popular fancy here within living memory. People have gone what may be called circus-mad and laudatory ejaculations with reference to the performance of members of the troupe are heard on every side.”

বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী দলের এই সাফল্যের কথা সংবাদ-পত্রের মারফতে বঙ্গবাসীরা জানিতে লাগিলেন ও এই বাঙ্গালীর

বাঙালীর সার্কাস

সার্কাসের জন্ত কলিকাতাবাসীরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ‘গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস’ কলিকাতায় সর্বপ্রথম খেলা দেখাইতে আসিল। কলিকাতার গড়ের মাঠে তাম্বু পড়িল। কলিকাতাবাসীরা, বিশেষতঃ প্রোফেসার বস্তুর আভৌয় স্বজন ও বন্ধুগণ সেই সামান্য ব্যায়ামশালা হইতে ক্রীড়া-নৈপুণ্য শ্রেষ্ঠ এবং সজ্জাসন্তারে পূর্ণ এই পূরাদন্তর সার্কাস কোম্পানীর উন্নব চিন্তা করিয়া বিশ্বিত হইলেন; গড়ের মাঠে বহু গণ্যমান্য ও পদচ্ছলোক ‘গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের’ খেলা দেখিতে আসিলেন ও তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করিলেন। পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে কর্পুরতলার মহারাজা, কুচবিহারাধিপতি, এবং বর্দ্ধমানের ভূম্যধিকারী মহারাজা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ঈঁহারা সার্কাস দেখিয়া গিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র পাঠান তাহা নিম্নে উক্ত হইল ;—

Victoria Terrace,
Calcutta, 31st December, 1899.

* * Professor Bose's Circus was visited by H. H. the Maharaja and his staff last night. His Highness gave his patronage for the performance and was highly pleased with the equestrian and gymnastic feats specially wrestling with 2 tigers which was quite wonderful and one of the kind ever seen.

(Sd.) Daolet Ram
Private Secretary to
H. H. the Maharaja of Kapurthala.

বাঙালীর সাক্ষাৎ

'Woodlands' Calcutta

The 17th January, 1900

His Highness the Maharaja of Cooch Behar paid a visit to Professor Bose's Great Bengal Circus in the early part of the season and subsequently permitted him to have a special performance under his patronage. On both these occasions the performance was excellent and reflected great credit on the management. The skill displayed by Bir Badal Chaudhury in his play with two huge Royal Bengal Tigers was much admired.

His Highness was immensely pleased and wishes the Company all success.

(Sd.) Priya Nath Ghosh

Personal Assistant to

His Highness

the Maharaja of Cooch Behar.

The Palace, Burdwan

The 1st February, 1900.

* * We were highly delighted with all that we saw. The feats were really surprising and such as are rarely to be seen. * * In fact all that we saw of the circus were extremely entertain-

বাঙ্গালীর সার্কাস

ing and extremely praise-worthy and cannot be too highly spoken of. The Circus deserves the patronage of the public in general."

(Sd) Illegible
Manager Raj Burdwan.

কলিকাতার খেলা সঙ্গ করিয়া সার্কাস দক্ষিণ ভারতের উপকূল ধরিয়া সিংহলে গমন করিল এবং ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতার ময়দানে দ্বিতীয় বার খেলা দেখাইল (১৯০০—১ খুঃ)। বলা বাহ্য, এ বারও কলিকাতার খেলা সাফল্যমণ্ডিত হইল। এই বৎসর মহিশূরাধিপতির পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তাহার উপস্থিতিতে এক রাত্রি খেলা দেখান হইয়াছিল। বাঙ্গালার লেফ্টগ্র্যান্ট গভর্নর সার জন উডবার্ন একদিন খেলা দেখিয়া যান। তাহার পক্ষ হইতে লিখিয়া পাঠান হয় ;—

Belvedere, Calcutta
1st January, 1901.

* * * The Lieutenant Governor thought your performance a very creditable one and much enjoyed it.

(Sd.) J. Strachey
Private Secretary,
to H. H. Sir John Woodburn K. C. S. I.
Lieutenant-Governor of Bengal.

বাঙালীর সার্কাস

অতঃপর সার্কাস রেঙ্গুন যাত্রা করিল। তথায় যশ ও অর্থলাভ করিয়া তথা হইতে পিনাং ও পরে সিঙ্গাপুর হইয়া যবদ্বীপ পর্যন্ত বিজয়গর্বে খেলা দেখাইয়া, অর্থে ও সম্মানে ভূষিত হইয়া, সে দেশের নৃতন নৃতন জীবজন্ম সঙ্গে লইয়া সার্কাস পুনরায় দেশে ফিরিল এবং কলিকাতার ময়দানে তৃতীয় বার ‘গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের’ তাবু পড়িল (১৯০১—২ খং)। এ বার অগ্রান্ত পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে বঙ্গদেশের প্রধান বিচারপতি পৃষ্ঠপোষকতা করিলেন।

যাহারা এই বাঙালী সার্কাসের ক্রমপরিণতি মেহ ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে এ বার খেলা দেখিয়া বাঙালীর নৈপুণ্যে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলেন। বিখ্যাত ‘Indian Mirror’ পত্র লিখিলেন ;—

“Professor Bose has made a promising start and it is to be fervently hoped that his patriotic efforts at wiping out the unjust stain of physical cowardice, cast on the Bengali community, will be amply appreciated and substantially supported.”

ইহার পর হইতে এই সার্কাস ব্রহ্ম, মালয় উপদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশের নগরে নগরে যাইয়া বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছে এবং ১৯১১/১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় প্রতি বৎসরই শীতকালে দেশে ফিরিয়া কলিকাতা ময়দানে নিত্য নৃতন আশ্চর্য

বাঙালীর সার্কাস

আশ্চর্য ক্রীড়াকলাপ দেখাইয়া যে উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে এখনও অনেকের মন হইতে, বোধ হয়, তাহার স্মৃতি বিলীন হইয়া যায় নাই। কলিকাতার খেলায় প্রত্যেক বৎসরই বহু প্রসিদ্ধ রাজা অথবা লেফ্টগ্যান্ট গভর্নর বা বড়লাট প্রভৃতি প্রোফেসার বোসের সার্কাসের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন অথবা খেলা দেখিতে আসিয়াছেন। ইতঃপূর্বে কয় জনের পত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আরও দুই একখানি পত্রের প্রতিলিপি নিম্ন সন্নিবেশিত করিতেছি :—

High Court
Calcutta, 12th January, 1909.

* * I am directed by the Chief Justice of Bengal to say that * * His Lordship would be glad to accord his patronage to a performance of your Circus

(Sd.) T. G. Waite
Secretary, the Chief Justice of Bengal.

Government House
Calcutta 6th January, 1909.

* * I am to inform you that their Excellencies * * * will be pleased to grant your show their patronage any evening.

(Sd.) Vincent Brooke, Lt. Colonel,
Military Secretary to the Viceroy.

বাঙ্গালীর সার্কাস

Government House,
Calcutta the 29th January, 1909.

Dear Sir,

I am desired by their Excellencies the Viceroy and Countess of Minto to thank you very much for the Rs. 650/- you have been so good as to send me as a result of the entertainment given by you on Friday last in aid of the Minto Nursing Association. Their Excellencies are very much gratified at receiving so handsome a donation to the funds of the Association.

The entertainment given by you was, I am assured, excellent in every detail.

Yours faithfully,
(Sd) Vincent Brooke Lt. Colonel,
Military Secretary to the Viceroy.

বাঙ্গালীর সার্কাসের ক্রমিক ইতিহাস হিসাবে প্রোফেসার বোসের সার্কাস প্রথম না হইলেও বাঙ্গালীর সার্কাস বলিতে প্রথমেই প্রোফেসার বোসের সার্কাস বুঝায়। যেমন রামনারায়ণ তক্কালঙ্কারের পূর্বে বাঙ্গালা নাটক রচিত হইলেও তাঁহাকেই বাঙ্গালীর আদি নাটককার বলা হয়, অথবা যেমন 'মোহনবাগানের' পূর্বে বাঙ্গালী ফুটবল ক্লাব গঠিত হইলেও প্রথমেই 'মোহনবাগানের' নাম করিতে হয়, ইহাও সেইরূপ।

বাঙালীর সার্কাস

কেবল বাঙালী সার্কাস কেন, ভারতবর্ষে প্রোফেসার বোসের সার্কাসই ভারতীয়দিগের প্রথম ও প্রধান উল্লেখযোগ্য সার্কাস। প্রোফেসার বোসের সার্কাসের পূর্বে ভারতের অন্ত্যন্ত প্রদেশে কোথাও কোন সার্কাস ছিল কি ছিল না, তাহার সঠিক সংবাদ জানা না থাকিলেও * সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মতবাদ পড়িয়া মনে হয়, সার্কাস ব্যবসায়ে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে প্রোফেসার বোসের বাঙালী সার্কাসই নিঃসংশয়ে সর্বপ্রধান।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রাওয়ালপিণ্ডির ক্যাটনমেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ক্যাপ্টেন সি, ডেনিস্ ‘গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের’ খেলা দেখিয়া লিখিয়াছিলেন,—

“I have no hesitation in saying that the performance is the very best I have seen in India.”

ইহারই এক বৎসর পরে জুনাগড়, সুরাট প্রান্তের এস্ট্যুট পলিটিক্যাল এজেন্ট জি, ই, হাইড্‌স্ কেটস্ লিখিয়াছিলেন—

“Consider it is the best thing of the kind I have seen in India.”

ঐ একই সময়ে গঙ্গালের ঠাকুর সাহেব ভারত সিংহজী (K. C. I. E., L. L. D., D. C. O., M. B. C. M., M. R. C. P.,) লিখিয়াছিলেন,—

“The Circus I beleive is the very first of its kind in this country”

* “চাত্রেস সার্কাস” নামক মারহাটি সার্কাস, বহু পুরাতন বলিয়া শুনিয়াছি।

বাঙালীর সাক্ষাৎ

আরও তিনটি অভিযন্ত এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

“ * * I have no hesitation in saying * *
that it is the best thing of its kind I have seen in
India. * * ”

(Sd) A. J. C. Wrench, Major,
23rd Royal Welch Fusiliers,
Commanding, Jhansi

2-5-95.

“ * * It is alone the best entertainment
I have seen in India. * * ”

C. W. Whish
Collector & Magistrate, Saharanpur.

“ I think Professor Bose's Great Bengal
Circus is the best I have seen in India. * ”

E. D. Bullen, Captain, R. E.,
Principal,
Thompson Civil Engineering College,
Roorkee
27-4-97

‘বোসের সার্কাস’ ও ব্রহ্মদেশী আন্দোলন

দেশের লোকের কায়িক দৌর্বল্য লজ্জাবোধ ও দেশের কলঙ্ক ঘোচনের প্রেরণা হইতে যে প্রতিষ্ঠানের উত্তর, তাহা তখনই দেশবাসীর নিকট বিশেষ ভাবে আদরণীয় হয়, যখন দেশের লোকের দেশের প্রতি মমত্ব-বোধ প্রবল ভাবে জাগিয়া উঠে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিভাগের পর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের অধিনায়কত্বে যখন দেশাত্মবোধের প্রবল বন্ধায় দেশ প্রাবিত হইয়া গেল, তখন দেশবাসীর নিকট এই বাঙালীর সার্কাসের নৃতন করিয়া সমাদর লাভ ঘটিল। তখন এই বাঙালীর সার্কাসের পৃষ্ঠপোষকতা করিবার জন্য সাধারণের মনে প্রতিযোগিতা লক্ষিত হইতে লাগিল। ‘বোসের সার্কাসের’* নাম তখন পথে, ঘাটে, মাঠে, লোকের মুখে মুখে ফিরিয়াছে। এখন যেমন লোক ‘ফুটবল-ম্যাচ’ দেখিতে ছুটে, কতকটা সেইরূপ আগ্রহে তখন লোক গড়ের মাঠে ‘বোসের

ব্রহ্মদেশী ঝুঁগে ‘প্রোফেসার বোসের প্রেট বেঙ্গল সার্কাস’ নাম সংক্ষিপ্ত করিয়া ‘বোসের সার্কাস’ নামে প্রচারিত হয়।

বাঙালীর সার্কাস

সার্কাস' দেখিবার জন্য কাতারে কাতারে যাইত। 'বোসের সার্কাসের' সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পারিয়া পাশাপাশি অবস্থিত 'হার্মষ্টন' প্রভৃতি নামজাদা ইংরাজ কোম্পানীকে অন্ন দিনের মধ্যেই তাসু গুটাইয়া জাহাজে উঠিতে হইত।

সে সময়ে গড়ের মাঠে 'বোসের সার্কাস' দেখিবার জন্য যে বিপুল জনসমাগম হইত, তাহা দেখিলে ঘনে হইত যে, দর্শকরা শুধু খেলা দেখিবার জন্যই সেখানে সমবেত হয়েন নাই; তাহারা প্রত্যেকে পয়সা ধরচ করিয়া, যেন এক অভিনব জাতীয় মেলায়—অভিনব জাতীয় অনুষ্ঠানে—সশ্রিলিত হইয়া দেশমাতৃকার চরণে শুক্ত নিবেদন করিতে আসিয়াছেন। তাহার উপর খেলার অবকাশে প্রোফেসার প্রিয়নাথ বস্তু যখন স্বয়ং ক্রীড়াচক্রে (Ring) আবিভূত হইয়া স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ ওজন্মিনী ভাষায় গুরু গন্তীর স্বরে জনমণ্ডলীকে সম্মোধন করিয়া জাতীয় ভাবসূচক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দ্বারা স্বদেশী-ব্রতকে দৃঢ়তর করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন ও বক্তৃতাশেষে তিনি যখন “বন্দেমাতরম্” শব্দ উচ্চারণ করিতেন, তখন দর্শকমণ্ডলীর সমর্থনসূচক “বন্দেমাতরম্” রব 'বোসের সার্কাসের' বিশাল তাসু ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিত; বুঝি সেই স্বদেশীয় মন্ত্রক্ষেত্রের তটভূমিতে জাতীয় ভাবের উদ্দেশ সমুদ্র উচ্চলিয়া পড়িত।

এই সময়ে কিছু দিনের জন্য খেলার মধ্যে মধ্যে সার্কাসে নৃত্য-গীতের আয়োজন হইয়াছিল। এজন্য প্রিয়নাথ নিজে কয়েকটি গান

বাঙ্গালীর সার্কাস

রচনা করিয়াছিলেন ; * সে সব গানেও বন্দেশী ভাবের অভিযোগ
ছিল, যথ—

“ভারত সন্তান সব
জাগরে জাগ আজ,
হৃক্ষ অঁখি মুক্ষ কর
আর কেন কাল ব্যাজ !
উন্নতি চাওয়ে বদি
বিনা ব্যায়াম মহানিধি
স্বর্গাদপি গরীয়সী দেশ ভস্ম
হয় আজ !”

এই সময় অনেক দেশপূজ্য নেতা মধ্যে মধ্যে ‘বোসের সার্কাসে’
আসিয়া উৎসাহ বর্ক্ষন করিতেন। এক বার পঞ্জাব-কেশরী
লালা লাজ্পত্ রায় সার্কাস দেখিতে আসেন ; সেই উপলক্ষ্মে
প্রিয়নাথ তাহার জন্ত অভ্যর্থনা-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন ও তাহা
ক্রীড়াচক্রে গীত হইয়াছিল। তাহার প্রথম দুই লাইন মনে পড়ে ;
তাহা এইরূপ ;—

“আও লালা লাজ্পত্ হৃদয় কি ধন,
ভারত কি দোত্ তোম্ ভারত-ভূষণ !”
ইত্যাদি

* কলকাটা উত্তরাধিকার স্তুতে প্রিয়নাথ বস্তুর সাহিত্য ও রন্ধনচনায় যে অধিকার
ছিল, তাহা তাহার রচিত ‘প্রোফেসোর বোসের ভূমণ ইত্তান্ত’ পাঠ করিলেই বুঝা যায়।

বাঙ্গালীর সার্কাস

তখন ‘বোসের সার্কাস’ দেশবাসীর কত আদরনীয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং ‘বোসের সার্কাসকে’ দেশের লোক ঘরের জিনিষ ভাবিয়া তাহার জন্ম কতটা গর্ব ও দুরদ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা সেই স্বদেশী যুগের প্রচারিত সংবাদপত্র-সমূহের অসংখ্য প্রশংসা ও অজন্ত উচ্ছ্বাস-বাণী পাঠ করিলে বুঝা যায়। বাছল্য ভয়ে প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের মাত্র কয়েকটি মতাংশ নিম্নে উক্ত হইল—

স্বদেশী যুগের ‘মন্ত্রণালয়’ ‘বেঙ্গলী’-সম্পাদক ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রোফেসার বোসের সার্কাস সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

“ * * * Apart from the preferential claim on the people of India to which the Professor and his troupe are naturally inclined, the party is justifying its title more strongly in succeeding years to special patronage and support at the hands of the Indian public by dint of sheer comparative merit in fair field. When however the fact that the Professor is our own, a Bengalee of all Bengalees who is vindicating Bengal's cause before the eyes of the world in the field of athletics, equestrianism, animal training and acrobatic performances, is taken into consideration, we do not know if any Indian with a true fire of patriotism glowing in his bosom ought to fail to lend his support to Professor Bose.”

বাঙ্গালীর সাকাস

The Amrita Bazar Patrika, 2-12-07.—

“ * * Superfluous to add that among items advertised are many which excel anything seen in the West and as such are a credit to Asia and particularly to Bengal. * * ”

The Bandemafaram, 8-1-08.—

“ * * The Circus has been doing splendid service in its own way to the Country.”

The Hindu Patriot, 28-12-08.—

“ * * The Circus is indeed the pride of the Bengalees.”

The Bengalee, 10-2-09.—

“ Bose's Circus presents extraordinary interesting object lesson and the performances are the index of the capabilities of the modern Bengalee. The performances at the Bose's Circus testify to the pluck, nerve and power of adaptation developed by the modern Bengalee. * * ”

The A. B. Patrika, 1-3-09—

“ Bengalees are said to be worthless people who can only talk, with no manliness or power of organisation and only a race of imitators. Bose's Circus gives lie to this statement.

বাঙালীর সার্কাস

We all know that the Simultaneous Civil Service Examination in England and in India was not held on the ground that the Bengalee might capture the majority of appointments in the Civil Service. This is high complement to the intellectual powers of the people of Bengal. But Mr. Bose has proved that even Bengali girls can do feats of daring that would reflect credit on the best European and American artistes. * * When we first saw Chirany's Circus, we could not imagine that Bengalees would ever emulate the performances of this troupe. But Bose's Circus has dispelled this illusion. We are unable to say which of the performances of this troupe we admire the most—they are all equally 'Wonder of the Age.' * * We not only congratulate Mr. Bose but are proud of him and his troupe. They have raised the Bengali nation in the estimation of the public. * * "

The Hindu Patriot, 1-3-09.—

" * * It makes a Bengalee proud to think that such daring feats are performed by his own class on whom wanton insult has been poured as being weak and lily-livered. The fact that Bengalee young men, women and children do such daring acts gives the lie direct to such malicious accusations. * * "

খেলা ও খেলাড়িগণ

এই অধ্যায়ে ‘বোসের সার্কাসের’ কয়েকটি খেলার ও প্রোফেসার
প্রিয়নাথ বন্দুর হাতেগড়া কয়েক জন প্রধান প্রধান ছাত্র, ছাত্রীর ও
অপরাধীর কয়েক জন বিশিষ্ট খেলাড়ির কথা বলিব। এই খেলাড়ি-
গণের সাহস ও ক্রীড়ানৈপুণ্য ‘বোসের সার্কাসের’ সম্মান ও সমাদরের
অন্তর্ভুক্ত প্রধান কারণ। প্রোফেসার বন্দুর বিজয় অভিযানের
ইহারাই ছিলেন অগ্রণী সৈন্য ; সুতরাং ইহাদিগকে ভুলিলে চলিবে
কেন? অগ্রান্ত সভ্য জাতীয়গণ যেমন সকল বিষয়ের ইতিহাস
রাখিয়া থান, আমরা সেরূপ করি না বলিয়া আমাদের ভবিষ্যদ্বংশধর-
গণকে আমরা অনেক জাতীয় বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া থাই।
এ ক্ষেত্রেও আর কিছু দিন পরে বাঙালীর মুখোজ্জলকারী এই সব
সন্তানের নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত হইবে ; অতএব বাঙালীর সার্কাসের
ইতিহাসের পত্রে তাহাদের নাম ও পরিচয় অক্ষয় হউক।

অন্ত কাহারও কথা বলিবার পূর্বে প্রথমেই মনে হয়
বঙ্গবীরামনা শুণীলাশুল্করীর সাহস ও তিনি যে বাঘের সহিত খেলা

ବାଜାଲୀର ମାର୍କୋମ

দেখাইতেন, প্রোফেসর বসুর হাতে তাহার অঙ্গুত শিক্ষার কথা।
তাই সর্বাঙ্গে সেই বাধের খেলার কথাই লিখি :—

" * * what impresses the observer most are the performances of Miss Susila with the two Royal Bengal Tigers. Hindu women are notoriously most timid but in the person of Susila, there is one who, with the utmost fearlessness, enters the den of the two apparently savage beasts, without either whip or any other defensive appliance,

বাঙালীর সার্কাস

and goes through her performance with these animals with a nerve and fearlessness really startling to witness. * * *

ঐ বৎসরই সুশিলার বাঘের খেলা সম্বন্ধে 'Indian Mirror'
পত্র ২১। ১। ১০। তারিখে লিখিয়াছিলেন ;—

"* * The fearlessness with which she handled two tigers, and took liberties with them, in full view of the audience even to the extent of kissing them on their cheeks, though the brutes ungallantly did not respond—thrilled the house and challenged the admiration of all. * * "

সেই বৎসর ১৩ই জুন তারিখে মিরাটহ 'Daily Telegraph'
লিখিয়াছিলেন,—

"* * The astonishing courage of one of the ladies, Miss Susila makes the spectators sit spell-bound when she enters with easy grace a cage of two large tigers and makes them all growling, display their open jaws, stand up, sit and lie down, while she reclines by their side using one of them for a pillow. * * "

আর একটি অভিমত এই—

"* * The performance with the tigers was A-1, the fearless way in which Miss Susila



ମୁଖ୍ୟାଳା ପ୍ରକାଶନୀ ପାଦ

বাঙালীর সার্কাস

enters a cage with two tigers and makes them what she wishes was sensational ; and she is deserving of praise for her intrepidities."

(Sd.) Colonel Sir Charles Leslie, Bart, C. B.,
7-8-01. *Commanding Cawnpore.*

হিংস্র বাঘের সহিত খেলায় সুশীলামুন্দরী সমগ্র ভারতবর্ষের
মধ্যে সর্বপ্রথম স্ত্রী খেলাড়ি ; কোনও বিদেশীয় রমণীও অত্যবধি
ভারতবর্ষে একপ অসাধারণ সাহসিকতাপূর্ণ ক্রীড়া দেখান নাই।
তবে কলিকাতায় একটি ইংরাজ রমণীকে ব্যাত্র অপেক্ষা অল্প
হিংস্রজন্ত সিংহের সহিত এক বার খেলা করিতে দেখা গিয়াছিল ;
তাহাও যতদূর জানা আছে, নিকটে সশস্ত্র প্রহরী দীড় করাইয়া।
এই বাঘের খেলা ব্যতীত সুশীলামুন্দরী ‘ট্রাপিজ’ ও ‘লেডার’
প্রভৃতিতেও অতি উচ্চ অঙ্গের ব্যায়াম কৌশল দেখাইতে
পারিতেন ও সেই সকল খেলায় তিনি অল্প সাহস, কৌশল ও
শক্তিমত্তার পরিচয় দেন নাই। এই বীরললনার নাম বাঙালীর
চিরমন্তরণীয় হওয়া উচিত।

‘ইংলিশম্যান’ পত্রের উপরে উক্ত অভিমতে লিখিত হইয়াছে
'Hindu women are notoriously most timid.' ভীরু ও
হুর্বল বলিয়া চিরকাল কুখ্যাত সেই বাঙালী হিন্দু স্ত্রীলোকের দ্বারা
বাঘের খেলা দেখান প্রোফেসার বশুই প্রথম প্রবর্তন করেন, এবং
উহা তাহার শিক্ষকতার উজ্জ্বল নির্দর্শন ; যাত্র এই খেলার জন্যও

বাঙালীর সাক্ষাৎ

তিনি দেশের ধন্তবাদভাজন ; 'Moslem Chronicle' (4-1-02) লিখিয়াছিলেন ;—

" * * * who ever could think before that a saree and sleeper wearing timorous Bengali Lady whose face is seldom seen outside the limits of the Zenana can make herself bold enough to coax and play with two large man-eaters like domestic dogs ? * * Thanks to the skill of Professor Bose who has shown the world that the senews of the Bengali ladies who are generally known to be so delicate are capable of performing such wonderful feats as will unnerve even the bravest of the brave. * * "

মৃণমণ্ডলী—সুশীলার পরে মৃণমণ্ডলীর নাম করিতে হয়। ইনি ইস্তি-পৃষ্ঠে উপবিষ্ট সুন্দরবনের বাষের সহিত খেলা দেখাইয়া দর্শকদের মনে কম বিস্ময়ের উৎপাদন করেন নাই। ১-১২-০৬ তারিখে 'Statesman' লিখিয়াছিলেন ;—

" * * Miss Mrinmoyee introduces a sensation in which a tiger perched on a splendid tusker is the chief attraction. * * "

ঐ বৎসরের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে 'Bandemataram' পত্র লিখিয়াছিলেন ;—

" * * It was awe-inspiring even to dream that the most ferocious of all the beasts could be

বাঙালীর সার্কাস

so trained and that by the Bengalee girls who are proverbially dubbed cowards. * * ”

এই খেলার পূর্বে গাহিবার জন্য মতিলাল বস্তু একটি গান
রচনা করিয়াছিলেন,—

“জানে বিশ্বজন,
যুবে আমরণ
হইলে মিলন
ব্যাপ্তি বারণে !

দেখ তাহা ভুল,
জগতে অভুল
দ্বিরদে শার্দূল
বক্ষ বক্ষনে !

কাদায়ে কল্পনা,
গজে বাধাসনা
বঙ্গ-বৌরাঙ্গনা
বরে মরণে !”

বাদলে টান—এই বার ‘বোসের সার্কাসের’ মুকুটমণি
বীর বাদলটাদের কথা বলিব ; তরণরা না জানিলেও বয়োবৃক্ষ
ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই, বোধ হয়, এই বীরের বাবের সহিত
মল্লবুক্তের কথা ভুলিয়া যান নাই । এই অসমসাহসী পুরুষ ছইটি

বাঙ্গালীর সার্কাস

সুবৃহৎ সুন্দরবনের বাঘের খাচার ভিতর চুকিয়া বলশ্ফণ ধরিয়া
যে অনানুষিক লোমহর্ষণ কাও দেখাইতেন, তাহা দেখিয়া অনেক
ইংরাজ বৌরপুঙ্গবকেও বিচলিত হইতে হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রধান
সেনাপতি লিখিয়াছিলেন ;—

Peshawar

21st July, 1898.

“ * * * * I trust the blood-curdling
Mr. Badal Chand will continue to curdle without
meeting any tragic fate from the teeth and claws
of the Royal Bengal Tigers.”

(Sd.) Sir. A. P. Palmer, Major, K. C. B., S. C.,
Commanding Teerah Expeditionary Force.

বীর বাদলচাঁদের সম্মতে আরও দৃঢ়ীট অভিযত উক্ত
করিতেছি :—

The Indian Daily Telegraph, (Meerut) 13-6-01—

“ * * This company's closing act on several
nights was the alarming one by Mr. Bir Badal
who entered the den of a huge and very fierce
tiger and goaded it into further ill temper by
kicking it about, pulling its tail and ears and
forcing its jaws open which the brute only
submits to under a constant protest of angry

বাঙালীর সার্কাস

growls and fearful roars. When Mr. Badal comes out of the den a sense of relief is felt by the spectators.

The Tribune, (Lahore) 10-11-97—

“ * * The fight of Badal Bahadur with two Royal Bengal Tigers is a terribly realistic affair. There is no knowing when fun may instantly be changed into horror. The scars with which Badal is covered, show that he carries his life in his hands when within the cage. Men of strongest nerves held their breath as the infuriated beasts rushed on the brave fellow with open jaws working away with their enormous paws. It appeared miraculous during the progress of the fight how the man escaped with his life. * * ”

“মঙ্গলী মার্জান”—প্রোফেসার বস্তুর শিক্ষিত অন্যান্য পশুর কথা ছাড়িয়া যে ব্যাঘ্রদের বিষয় উপরে বণিত হইল, এখানে সেই ব্যাঘ্রদের ও তাহাদের সহিত বে পুরুষ ও রন্ধনী খেলা দেখাইতেন, প্রোফেসার বস্তুর হস্তে তাহাদের হাতুত শিক্ষার বিষয় কিছু বলিব।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে রেওয়ার মহারাজা ‘গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের’ খেলা দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, নির্দারিত অর্থ ও পারিতোষিক

বাঙালীর সার্কাস

ব্যতীত তিনি প্রোফেসার বসুকে এক জোড়া সুন্দরবনের ব্যাঘ-শাবক (১টি পুরুষ, অপরটি স্ত্রী) উপহার দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে রেওয়া ষ্টেটের দেওয়ানের পত্রাংশ এই,—

“ * * * That His Highness very gladly offered two tiger cubs in addition to the reward is due only to the brilliant success gained under the supervision of Professor P. N. Bose. * * ”

এই ব্যাঘযুগলের নাম রাখা হইয়াছিল “লক্ষ্মী” ও “নারায়ণ”। প্রোফেসার বসু নিজে এই বাঘ ছুটিকে বশ করিয়াছিলেন এবং বাঁদলচান ও সুশীলাসুন্দরীর সহিত খেলিতে শিখাইয়াছিলেন। অগ্রান্ত ব্যতীত ‘গুণ্ড’ ‘নিগুণ্ড’ নামক আরও এক জোড়া প্রকাণ্ড সুন্দরবনের ব্যাঘকে প্রোফেসার বসু শিক্ষা দান করিয়াছিলেন এবং অগ্রান্ত খেলাড়িও তৈয়ারী করিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রোফেসার বসুর ধারণা ছিল যে, কোথাও তাঁহার “লক্ষ্মী” ও “নারায়ণ” অপেক্ষা ভাল শিক্ষিত ব্যাঘ বা তাঁহার শিক্ষিত পূর্বো-লিখিত পুরুষ ও রমণী অপেক্ষা বিজ্ঞমশালী ব্যাঘ-ক্রীড়ক ছিল না। প্রোফেসার বসু এক স্থানে লিখিয়াছেন—“বিলাত-ফেরৎ সন্ত্রাস্ত লোকদের মুখ হইতে শুনিয়া, সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ ছবি দেখিয়া ব্যাঘ শিক্ষার আশ্চর্য আশ্চর্য সংবাদ জানিতে পারি বটে, কিন্তু রিস্কহস্তে, সামান্য বন্দে (মোটা কোটি পঞ্চাশট আদৌ নহে—কেবল গেঞ্জী ও ট্রাউজার মাত্র) কোনও লোককে সতর্কতার জন্য ক্রীড়াকালে দাঢ় না করাইয়া, অর্ধঘণ্টার উপর বাঘে মানুষে প্রক্রত



প্রোফেসর প্রিয়নাথ বসু
যৌবনে

বাঙ্গালীর সার্কাস

মন্দ্রস্থ এবং ব্যাপ্তিশুলিকে ভীষণ উত্তেজিত করিয়া পিঙ্গরের
প্লাটফর্মের উপর একেবারে লম্বমান হইয়া শয়ন ও লম্ফত্যাগ
পূর্বক ব্যগ্রদ্বয় কর্তৃক গ্রীবাদেশ ঘন ঘন দংশন করান ও পরম্পর
ঘন ঘন চুম্বন ও আলিঙ্গন গ্রহণ, এরূপ লোমহর্ষন্ত শোণিতশোষক
ব্যাপার আর কেহ কোথাও দেখাইয়াছেন কি না বলিতে
পারি না।”

সারা ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নরপতি, বিশিষ্ট ব্যক্তি, ইংরাজ
বীরপুরুষগণ এবং সংবাদপত্রসমূহ একবাক্যে বলিয়াছেন যে
এরূপ রোমাঞ্চকর ব্যাপ্তকীড়া ও আশ্চর্য শিক্ষা তাঁহারা আর
কোথাও দেখেন নাই। সত্যই ইহা অভূতপূর্ব !

“ * * I have not seen or heard of the feat
of this man being surpassed. * * ”

(Sd.) Illegible C. I. E.
Member, Mysore State Council.

12-4-1900

“ * * the trained tigers were the best I have
ever seen ”

(Sd.) L. Porter I. C. S.
Commissioner, Benares Dyn.

7-10-01

বাঙালীর সার্কাস

“ * * The feats were really surprising and such as are rarely to be seen especially those of the tiger tamer with two of the biggest tiger and tigress that can be seen. We had before witnessed on several occasions feats of tamers (both European and natives) of wild beasts such as lions, tigers etc. but the wonderful feats performed with the greatest ease, coolness and courage by the tiger tamer of the Great Bengal Circus surpassed all that we have seen. * * ”

(Sd.) Illegible

8-2-1900

Manager, Burdwan Raj.

বাঙালীর বাধের খেলার কথা বলিতে গিয়ৎ আমাদের পূর্ববঙ্গের স্বনামধন্য বীর শ্রামাকান্তের (পরে সোহং স্বামী) অত্যন্ত বলবিক্রিয়ের কথা মনে পড়ে। বতদুর শুনা বা জানা আছে, তাহাতে মনে হয়, অসমসাহসী বলীয়ানু শ্রামাকান্ত কতক দৈহিক শক্তিতে কতক বা কৌশলে হিংস্র ব্যাঘ্র বশীভৃত করিতে অদ্বিতীয় ছিলেন; এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি নাকি বন হইতে সদ্যুত ব্যাঘ্রকেও বীরবিক্রিয়ে পরাভৃত করিয়াছিলেন। * প্রোফেসার বসুর ব্যাঘ্রশিক্ষা কিন্তু অন্ত প্রকারের ছিল; এখানে বাঘকে চকিতে পরাজিত করিবার বা তাহাকে বাহুবলে অথবা ইঁহার জীবন-কথা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

বাঙালীর সার্কাস

কোশলে ঠেকাইয়া রাখিবার কোনও চেষ্টা ছিল না; এ যেন
বাঘকে শিক্ষিত ও বশীভূত করিয়া তাহাকে শিক্ষকের সম্পূর্ণ
আজ্ঞাবহ ক্রীড়ানৈপুণ্যশালী ছাত্র করিয়া তুলা! প্রোফেসার
বসুর ব্যাপ্তিশিক্ষা মালুমের বুদ্ধির নিকট পশ্চবলের পরাভবের একটি
জীবন্ত নির্দেশন ;—

“ * * It is a study in life showing the
superiority of mind over brute force * * ”

—The Tribune

এই ব্যাপ্তিশিক্ষা সম্বন্ধে আরও ঢাঁটি অভিযন্ত এইরূপ ;—

“ * * The training of the tigers is certainly
very remarkable.”

(Sd.) J. H. Wodehouse, Major Genl.
7-6-1900 C. B., E. M. C. I.,
Commanding Secundrabad Dist.

“ * * The manner in which a single man
makes a full grown tiger and tigress perform, as
if they were trained dogs, shows wonderful
training and power over animals. * * ”

(Sd.) A. H. Turner, Colonel,
5-12-98 Commanding at Fyzabad.

বাঙালীর সাক্ষাৎ

কুমুদিনী — প্রোফেসার বস্তুর আর এক জন প্রতিভাময়ী ছাত্রী, উল্লিখিত সুশীলাসুন্দরীর ভগিনী ; ইনি ‘লেডার’ ও অগ্রান্ত খেলা ছাড়া অশ্ব-পৃষ্ঠে নয়নরঙ্গন খেলা দেখাইতেন। ৪০।৫০ বৎসর পূর্বে বাঙালী অবলাজাতির এক জনের দ্বারা অশ্বারোহণ ও অশ্বপৃষ্ঠে নানাক্রম অঙ্গচালনা দর্শককে কিরণ বিমুক্ত করিত, অনুমান করিবার বিষয়।

এই ভগিনীদেরের ব্যায়ামক্রীড়া ও কুমুদিনীর অঙ্গচালনা দেখিয়া করাচিহ্ন ‘Sind Gazette’ (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন,) লিখিয়াছিলেন ;—

“ * * When we see two Bengalee ladies displaying such astonishing nerve and grace in their tricks on the trapeze, the ball and the horse, we may fairly be pardoned for exclaiming with Dr. Johnson when he witnessed an extraordinary execution on the violin ‘Wonderful, Madame, most wonderful.’ * * ”

কোয়েটার বেলুচিস্তান গেজেটে (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল) লিখিয়াছিলেন ;—

“ * * The two young ladies, Susila and Koumudi, are expert and well-trained artistes, the one as a *trapezist*, and the other as an *equestrienne* and both as performers on Magic Ladder. * * ”

বাঙালীর সার্কাস

বীর পৰন্টান্দ — প্ৰেফেসাৱ বস্তুৱ এক জন হাতেগড়া শিষ্য এই বাঙালী বীৱেৱ অন্তুত ও বিশ্বাকৰ ব্যায়াম-কৌড়া দেখিয়া সহস্র সহস্র লোক মুঝ হইয়াছেন। বিশেষতঃ তাহাৱ ‘ট্ৰাপিজেৱ’ খেলা অতুলনীয় ছিল। দেশীয় এবং ইংৱাজ সমস্ত সন্তোষ দৰ্শক তাহাৱ খেলাৱ যে ভূয়সী প্ৰশংসা কৱিয়াছেন, তাহা বাঙালীৱ গৰ্বেৱ বিষয়। রাউলপিণ্ডিৱ সেনাদলে অফিসিয়েটিং কৰ্ণেল অফ দি ষ্টাফ্ এচ্, এম্, ইভান্স্ লিখিয়াছিলেন ;—

“The trapeze feats are better than I have seen anywhere.”

ফ্ৰঞ্জাবাদ ডিভিসনেৱ কমিশনাৱ কৰ্ণেল ফাণ্ডাল কুৱি লিখিয়াছিলেন ;—

“I have never seen anything better in England than Bir Pavan Chand on the high trapeze.”

পৰন্টান্দেৱ ট্ৰাপিজেৱ খেলাৱ আৱও একটি অভিযত এই :—

“ * * The feats on the high Trapeze were as good as any to be seen in Europe. * * ”

Ujjain

21st April, 1896.

H. T. Onraet

Sar Sooba of Malwa.

অন্তান্ত খেলা ছাড়া ইনি অশ্বপৃষ্ঠে ভাল খেলা দেখাইতে পাৰিতেন। তাহাৱ ধোড়াৱ উপৱে খেলা দেখিয়া কৱাচিষ্ঠ ‘Phœnix’ পত্ৰ লিখিয়াছিলেন ;—

“The skilled equestrian Bir Pavan Chand displayed a grace and ease hitherto unknown.”

বাঙ্গালীর সার্কাস

পান্নালাল বৰ্দ্ধন—প্রোফেসার বসুর অন্ততম হাতেগড়া শিষ্য ও প্রধান খেলাড়ি। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে (Paris International Exhibition) পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর উদ্ঘোগে যখন ভারতবর্ষ হইতে বহু শিল্পী ও ব্যায়ামবীর প্রভৃতি প্রেরিত হন, তখন ইনিও এ দেশের প্রতিনিধি হিসাবে প্যারিস একজিবিসনে গিয়া হোরাইজন্ট্যাল বারের খেলা দেখাইয়া তথাকার দর্শকদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার খেলা দেখিয়া পেশাগৱার ডিস্ট্রিক্টের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল E. R. Elles, C. B. লিখিয়াছিলেন ;—

“The performance on the Triple Horizontal Bar was as good as I have ever seen.”

এই পান্নালাল বৰ্দ্ধনের পরিচয় দিতে যাইয়া তাঁহার গুরু প্রোফেসার বসু নিজে লিখিয়াছেন ;—“যে ট্রিল হোরাইজন্ট্যাল বারের অপূর্ব ক্রীড়া দেখিয়া এলিস সাহেব এত উচ্চ প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, যে অত্যন্ত ব্যায়াম দেখিয়া বস্তুতঃই ব্যায়াম-বিদ্যা-বিশারদ শত শত গোরা হইতে প্রধান প্রধান অফিসার পর্যন্ত মন্ত্র-মুঙ্গবৎ ছিলেন, সেই ট্রিপল বারের প্রধান ক্রীড়ক আপনাদের চিরপরিচিত, প্যারিস একজিবিসন প্রত্যাগত আমার প্রিয়শিয় পান্নালাল। * * * অস্ত্রাণ্য নানাবিধি আশ্চর্য ও অভিনব ক্রীড়া ব্যতীত ব্যাক ফ্রাইং খাইয়া তিনটি বার ধরা এবং ডবল



পান্নালাল বৰ্ধন

বাঙালীর সার্কাস

সমাস'ট খাইয়া পরিষ্কারন্তপে দাঁড়ান, প্রিয় পানালাল যেরূপ
একচেটে ও জলবৎ করিয়াছেন, এরূপ অনেক নামি ইংরাজ
খেলাড়িও এ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।”
বারের খেলা ছাড়া পানালাল বর্ধন ‘ল্যাডার’ ও ‘ট্রাপিজেও’ ভাল
খেলা দেখাইতে পারিতেন। ৩২৯৬ তারিখে ‘Rajputana
Malwa Times’ পত্র লিখিয়াছিলেন ;—

“Mr. Bardhan is an acrobat of the first water * * and his performances on the Horizontal Bars and the Flying Trapeze would ever linger in the recollection of those who had the pleasure of witnessing the same.”

পানালাল খুব ভাল বাশী বাজাইতে পারিতেন ; শেষ জীবনে
তিনি ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়েতে কাজ করিতেন ; কুকুর দংশনের ফলে
তাঁহার মৃত্যু হয়।

গৌরগোপাল, সত্যলাল চৰ্দু,
শ্রীচুক্ত বনমালী দাস — পূর্বোল্লিখিত খেলাড়িগণ
ব্যতীত প্রোফেসার বসুর অন্তর্গত বহু ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এই কয়
জনও ‘গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের’ আঢ়াবস্থায় সার্কাসের যশ ও সুনাম
অর্জনে এবং অর্থেপার্জনে কম সহায়তা করেন নাই।

শ্রীচুক্ত মমথনাথ চৰ্দু — প্রোফেসার বসুর
আর একজন শিষ্য, এক জন উচ্চাঙ্গের অশক্তীড়ক (Jockey)। ইনি

বাঙালীর সার্কাস

পূর্বকথিত শ্রীমুক্তি ভূতনাথ বসুর নিকটও কিছু দিন শিক্ষা করেন। ইহার Bareback Riding (বিনা জিনে অশ্বারোহণ) বিশেষ দ্রষ্টব্য ছিল। ইনি অসমসাহসিকতার ও ক্ষিপ্রতার সহিত বেগবান অশ্বের উপর যে সকল খেলা দেখাইয়াছেন, বিশেষতঃ চক্রবন্ধ অবস্থায় এক লাফে দ্রুতগতি অশ্বের উপর উঠিয়া, রাস না ধরিয়া, যেরূপ ঝজুদেহে ও শির ভাবে দাঢ়াইতে পারিতেন, শেরূপ কোন ইংরাজ খেলাড়ি দেখাইতে পারেন নাই।

ফণীক্রনাথ নাথ—ইনি বোসের সার্কাসের
একজন ভাল “জকি” ছিলেন; ইনি প্যাডসংযুক্ত দ্রুতগতি অশ্বের উপর “সমাস’ট” (ডিগবাজী) খাইয়া সুন্দর ভাবে দাঢ়াইতে পারিতেন এবং জুড়ি ঘোড়া (Double Horse) হাঁকাইয়া দুইটি বালককে সঙ্গে লইয়া নানারূপ বিশুদ্ধকর খেলা দেখাইতেন।

শ্রীমুক্তি বীরেক্রনাথ, ঈরেক্রনাথ
— ফণীক্রনাথের কথায় এই দুইটি বালকেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারা দুই ভাতা অশ্বপৃষ্ঠে যেরূপ সুন্দর ও স্বচ্ছদ খেলা দেখাইয়াছে ও সাহসের পরিচয় দিয়াছে, তাহা যেকোন দেশের খেলাড়ির তুলনায় প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। ইহারা ক্রমে Juggling এবং অন্তর্ভুক্ত ব্যাগাম বিভাগেও পারদর্শী হইয়া উঠে। পরে ইঁহারা

তাষপুর্ণে
বীরেন্দ্রনাথ
ও হীরেন্দ্রনাথ



বাঙালীর সার্কাস

‘New Bengal Circus’ নাম দিয়া সার্কাস করিয়াছিলেন ;
তাহা স্থায়ী হয় নাই ।

‘বোসের সার্কাসের’ অশ্বারোহণ-ক্রীড়া দেখিয়া ‘The Indian Mirror’ (5-12-07) লিখিয়াছিলেন ;—

“The reproach made against the horsemanship of the Bengalees was completely wiped out by the daring feats of the jockeys.”

‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ ১৩০৯ তারিখে লিখিয়াছিলেন ;—

“One is simply astonished when looking at the dashing bareback Hurricane Jockey act and sensational riding.”

‘বোসের সার্কাসে’ অপর যে সকল খেলাড়ি খেলা দেখাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে এখানে বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ক্ষমতাল বসাক, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ঘোষ, বিখ্যাত ঘাটকর শ্রীযুক্ত গণপতি চক্ৰবৰ্তী, শ্রীযুক্ত রমণ মুখোপাধ্যায়, ‘ভৌম ভবানী’ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইঁহাদের প্রত্যেকের বতদূর সন্তুষ্ট সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল ;—

ক্ষমতাল বসাক — বিখ্যাত ব্যায়ামবীর । ইনি Triple Horizontal Bar, Top Spinning প্রভৃতি খেলা অতি সুন্দর দেখাইতে পারিতেন ; ইনি এক জন বড় দরের খেলাড়ি ছিলেন । ইনিই পরে বিখ্যাত ‘হিপোড্রোম সার্কাস’ প্রতিষ্ঠা করেন । ইঁহার জীবনকাহিনী ‘হিপোড্রোম সার্কাস’ অধ্যায়ে বর্ণিত হইল ।

বাঙ্গালীর সার্কাস

শ্রীমুক্ত বেণীমাথুর ঘোষ—‘বোসের সার্কাস’ Triple Horizontal Bar-এর এবং লাটুর খেলা দেখাইতেন; তঙ্গির উচ্চ হইতে নিশ্চিপ্ত ভারি ভারি লৌহ গোলক সহজে বক্ষে ধারণ করিতেন। বাঙ্গালীর শরীর-চর্চা প্রচারের ইতিহাসে ইহার নাম উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। ইনি নিজে শুধুই যে এক জন ব্যায়ামবীর তাহা নয়, পরন্তু তিনি এ দেশের ব্যায়াম-চর্চার আগুকাল হইতে তাহার আথড়ায় আজ পর্যন্ত কত ছাত্র শিখাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। ইনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ‘গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসের’ আদ্যাবস্থা হইতে সার্কাস জীবনের সহিত সংলিপ্ত। তিনি নিজেও মধ্যে মধ্যে সার্কাসের দল তৈয়ার করিয়া চালাইয়াছিলেন; ‘Acrobat’s Circus’ নাম দিয়া তিনি এক সার্কাস খুলিয়াছিলেন, আর কয়েক বার ‘Professor Ghose’s Circus’ নাম দিয়া বাঙ্গালা দেশে সার্কাস চালাইয়াছিলেন। ইনি কলিকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলের অধিবাসী; এখন মাণিকতলায় বাস করেন। এই বৃদ্ধবয়সেও তাহার উৎসাহের অন্ত নাই, সেখানে তিনি ‘School of Indian Acrobats’ নাম দিয়া আথড়া স্থাপন করিয়াছেন। এখনও তথায় অনেক ছাত্র নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করিয়া থাকে।

শ্রীমুক্ত গণপতি চক্ৰবৰ্তী—‘বোসের সার্কাসের’ আদ্যাবস্থায় যেমন বীর বাদলঢাদ, পৰনঢাদ, পানালাল



শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ঘোষ

বাঙালীর সার্কাস

অথবা সুশীলামুন্দরীর খেলা দেখিতে দর্শকগণ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, উত্তরকালে তেমনই গণপতির ম্যাজিক দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ইনি প্রথমে ‘বোসের সার্কাস’ বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকিবার জন্য নিযুক্ত হন ; কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই ইঁহার অন্তর্নিহিত প্রতিভা সহজেই প্রোফেসার প্রিয়নাথ বসুর নিকট ধরা পড়ে। প্রোফেসার বসুর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতায় তিনি কালে এক জন বিখ্যাত যাত্রুক্ত হন। বস্তুতই তাহার আলোকিক যাত্রবিদ্যায় সকলেই মোহিত হইয়া যাইতেন। Thurston, Carter প্রভৃতি বিখ্যাত যুরোপীয় ঐন্দ্রজালিকগণ কলিকাতায় আসিয়া আশ্চর্য আশ্চর্য খেলা দেখাইয়া গিয়াছেন সত্য ; কিন্তু সে সবই রঙ্গমঞ্চের উপর, দর্শকশ্রেণী হইতে দূরে প্রদর্শিত হইত এবং যাত্রুক্তের তিনি দিক দর্শকশূল্প থাকিত—তাহাতে ‘এসিষ্টাণ্ট’ বা সহকারিগণের সাহায্য লাভ করা বা অন্তর্গত যন্ত্রপাতির সাহায্য গ্রহণ করার সুবিধা হইত। কিন্তু গণপতি যাহা যাহা দেখাইতেন, তাহা আলোকিত ও উন্মুক্ত ক্রীড়াচক্র বা ‘রিংএর’ মধ্যে—চতুর্দিকে নিকটে দর্শকশ্রেণী থাকিতেন। গণপতির পরেও ‘বোসের সার্কাস’ এবং অন্তর্গত অনেকে তাহার কতকগুলি খেলা দেখাইয়াছেন। কিন্তু মনে হয় যে, গণপতির খেলার অসামান্যত্ব এই যে, তিনি যাহা কিছু করিতেন, তাহা এবেবাবে চক্ষুর নিমিষে সাধিত হইত।

বাঙালীর সাক্ষাৎ

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বহুমপুর সহরে বঙ্গদেশের লেফটেন্ট গবর্নর
সার এডওয়ার্ড বেকার যখন গণপতির “ভৌতিক বাঞ্ছের”
খেলা দেখিতেছিলেন, তখন প্রোফেসার বসু তাঁহাকে সাদরে
আমন্ত্রণ করিয়া ‘বাঞ্ছের’ অতি নিকটে আসন দান করিয়া বসিতে
বলেন ; তিনি তথায় বসিয়া একমনে খেলা দেখিতে দেখিতে—
গণপতি অদৃশ্য হইবার অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তেই—যেন খেলার
রহস্যেদে সমর্থ হইয়াছেন, এই ভাবে উজ্জেনার মাথায় হঠাৎ
চুটিয়া বাঞ্ছটি ধরিয়া ফেলেন। বাঞ্ছের নৃতন রং তখনও শুকার
নাই—ছেট লাটের হাতে রং লাগিয়া যায়, ততক্ষণে গণপতি অদৃশ্য
হইয়া গিয়াছেন। এই খেলা দেখিয়া তিনি ইহার কয়েকদিন পরেই
লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন ;—

Government House, Darjeeling
The 26th October, 1909.

“I have had the pleasure of being entertained
twice recently with performances from Professor
Bose's Grand Circus. The illusions exhibited
by Mr. Ganapati were exceptionally good and
interesting, and the whole entertainment one
of considerable merit.

(Sd.) Sir. Edward Baker
Lieutenant-Governor of Bengal.

শ্রীশুক্ত ক্লামণ মুখ্যার্জি — ইনি Horizontal
Bar, Trapeze ও Juggling প্রতিক এক জন উচ্চাঙ্গের খেলাড়ি।



বাড়ুকর শ্রীযুক্ত গণপতি চক্ৰবৰ্ত্তী

বাঙালীর সার্কাস

ইহার সমকক্ষ খেলাড়ি বাঙালা দেশে এমন কি যুরোপীয়দিগের
মধ্যও বিরল। পরে ইনি ‘Mukherji’s Circus’ নাম দিয়া
কিছুকাল সার্কাস চালান।

“তৌম ভূমী” — এই বিখ্যাত বাঙালী
পালওয়ানের কথা অনেকেই জানেন ; তিনি অল্প বয়সেই যেনেপ
শারীরিক উন্নতি সাধন ও বলসঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বয়কর।
তিনি বিখ্যাত বীর রামমূর্তির নিকট হইতে বুকে পাথর ভাঙা,
হাতী তোলা, মোটর গাড়ীর গতিরোধ করা প্রভৃতি বিদ্যা আয়ত্ত
করিয়াছিলেন ও নানা সার্কাসে ঐ সকল খেলা দেখাইয়াছিলেন।
ইনিও প্রোফেসার বসুর সার্কাসে কাজ করিতেন।

শ্রীশুক্ত কুতন্তো বসু — ইনি প্রথমে ‘গ্রেট
ইণ্ডিয়ান সার্কাসে’ ছিলেন ; পরে মিঃ আবেলের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র
হন ও তাঁহার সহিত নানা দেশ ঘূরিয়া প্রোফেসার বোসের ‘গ্রেট
বেঙ্গল সার্কাসে’ যোগদান করেন। এই সার্কাস ছাড়িবার পর তিনি
বহুদিন ‘হিপোড়োম সার্কাসে’ কাজ করিয়াছিলেন। ইনি ষোড়া,
বাঘ প্রভৃতি, বিশেষতঃ হাতী, শিখাহিতে খুব সুদক্ষ ছিলেন। ইহার
শিক্ষিত হস্তীর খেলা আশ্চর্যজনক ছিল।

অতিলাল মিত্র — ইনি ‘ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান
সার্কাস’ নামক সার্কাসের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠাতা। ইনি সুদীর্ঘ কাল
'বোসের সার্কাসে' অঞ্চল ও হস্তী ব্যাপ্তি প্রভৃতির শিক্ষক ও 'রিং মাস্টার'
রূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।

বাঙালীর সার্কাস

অন্যান্য খেলাড়ি — উপরোক্ত খেলাড়িগণ
ব্যতীত আরও যে কত খেলাড়ি ‘বোসের সার্কাস’ খেলা
দেখাইয়াছেন ও ‘বোসের সার্কাস’ হইতে কত খেলাড়ির স্থষ্টি
হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। এক কথায় এমন কৃতী বাঙালী
খেলাড়ি বোধ হয় কম আছেন, যাহারা ‘বোসের সার্কাস’ খেলা
না শিখিয়াছেন, অথবা ‘বোসের সার্কাস’ খেলা না দেখাইয়াছেন ;
বলিতে কি উত্তরকাল-প্রসিদ্ধ অনেক সার্কাস-ধূরঙ্গের হাতে খড়ি
হইয়াছে এই ‘বোসের সার্কাস’।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশীয় বে সকল বিশিষ্ট খেলাড়ি ‘বোসের
সার্কাস’ ছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শিবাজি টুপ, কুঞ্জমুর দল,
আঘানায়ার, কুনিকাননের দল প্রভৃতি। সময়ে সময়ে ‘বোসের
সার্কাস’ বিদেশীয় খেলাড়িও কাজ করিয়াছেন ; তন্মধ্যে ইংরাজ,
জার্মান, মার্কিন, রুব, জাপানী, চীনা, ফিলিপিনো প্রভৃতি নানা
দেশীয় বিখ্যাত ক্রীড়কগণ ছিলেন ; যথা—প্রাচ্যে প্রতীচ্য
সার্কাস-ব্যবসায়ীর অন্তর্ম অগ্রদূত, সার্কাস-ধূরঙ্গের Samuel Owen
Abel, Carengcot Family, Charley Family, Hendry
Andrez Family, The Sladecks, The West Family,
The Jenkins Family, প্রসিদ্ধ রুব জকি Adolph Klimenoff,
মার্কিন পঙ্গশিক্ষক Gus Burns, বিখ্যাত জার্মান ভঁড় (clown)
Lou Roma, Ardel, Probasco, Vilasco Troupe,
Arakichi প্রভৃতি।



‘ভৌম ভবানী’ বুকের উপর হাতী তুলিতেছেন

শ্যামাকান্তের সার্কাস

প্রোফেসর বোসের ‘গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস’ স্থাপিত হইবার পরেই সার্কাস করেন—বঙ্গ-বিশ্বত-কীর্তি শ্যামাকান্ত। তাহার অপরিসীম সাহস ও নিভীকতা বাঙালীর নিকট প্রবাদ-বাকে পরিণত হইয়াছে। সন ১২৬৫* সালে বিক্রমপুরের অনুর্গত আড়িয়ল গ্রামে শ্যামাকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। শ্যামাকান্তের পিতা শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরার জজ আদালতের সেরেস্টাদার ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই শ্যামাকান্তের শরীর-চর্চার প্রতি অনুরাগ দৃষ্ট হইত। ঢাকায় থাকিয়া স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি স্কুলের ব্যায়াম শালায় ব্যায়ামশিক্ষা ব্যতীত রীতিমত কুস্তী শিখিতে আরম্ভ করেন। অন্ন দিনের মধ্যেই তিনি এক জন ভাল কুস্তিগীর পালওয়ানকে পরিচিত হন এবং বহু বিখ্যাত দেশীয় ও বিদেশীয় পালওয়ানকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন।

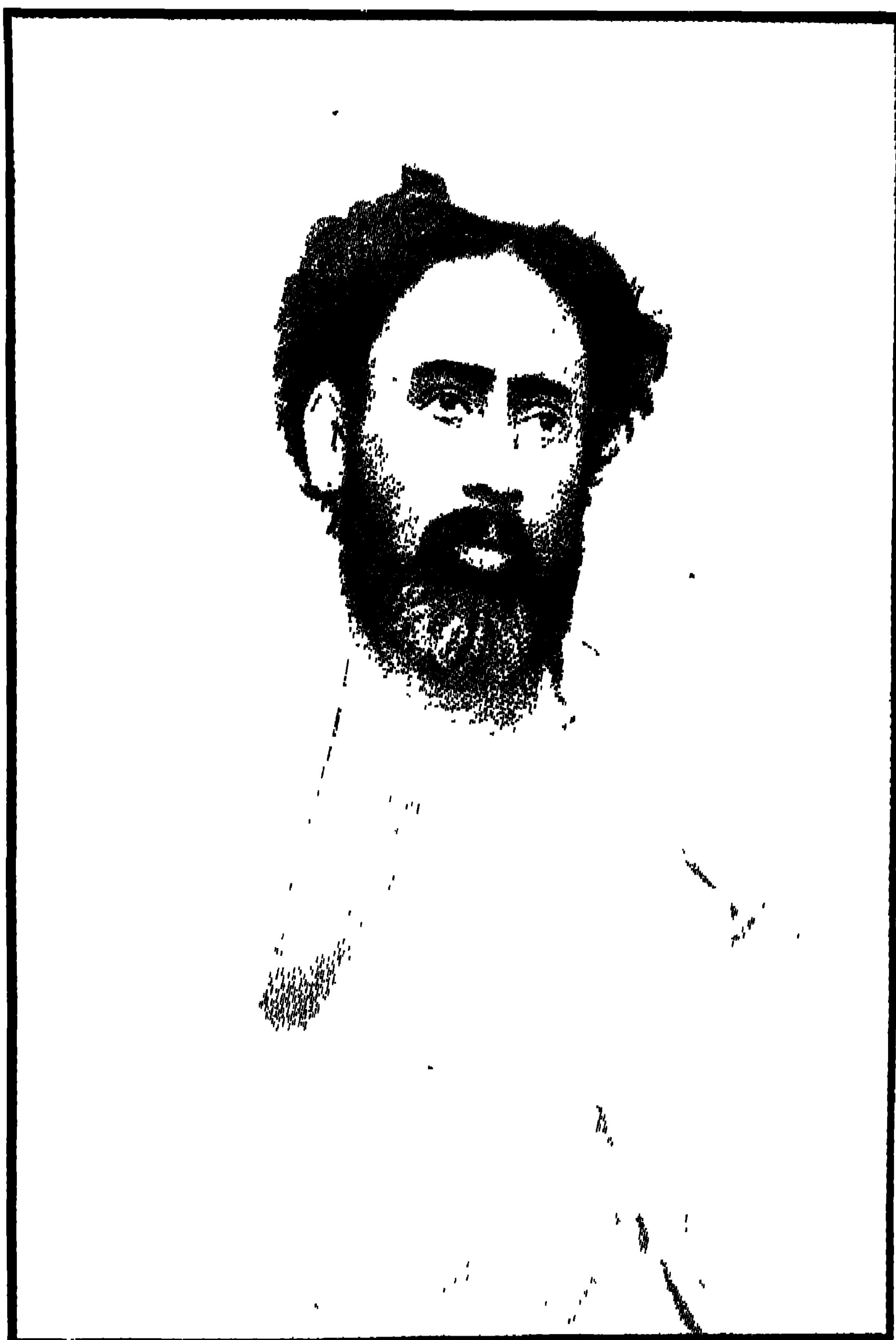
গৃহান্তরে ২৫৫ বঙ্গাব্দ ; কিন্তু, বোধ হয়, তাহা ঠিক নহে

বাঙালীর সার্কাস

শ্বামাকান্তের সৈনিক বিভাগে কাজ করিবার অত্যন্ত স্পৃহা ছিল ; কিন্তু বাঙালীর পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না, তাই তিনি ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের শ্রীর-রক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। তই বৎসর পরে এই কাজ ছাড়িয়া তিনি বরিশাল গবর্ণমেন্ট স্কুলের ব্যায়ামশিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন।

শ্বামাকান্তের বরিশালে অবস্থান কালে প্রোফেসার বসুর ‘গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস’ তথায় খেলা দেখাইতে যায়। ইহার কিছু পরে শ্বামাকান্ত সার্কাসে মনোনিবেশ করেন। সুনামগঞ্জ হইতে একটি চিতা বাঘ কিনিয়া আনিয়া শ্বামাকান্ত তাহাকে শিখাইতে আরম্ভ করেন। ক্রমে তিনি বড় বড় হিংস্র ব্যাঘকেও অসামান্য সাহস ও কৌশলের সহিত বশীভূত করিতে লাগিলেন। তাহার এই অস্তুত সাহস ও বিক্রমের পরিচয় পাইয়া এক বার জয়দেবপুরের (ভাওয়াল) রাজা তাহাকে একটি সুন্দরবনের বাঘ উপহার দেন ও আর এক বার পাটনার এক নবাব তাহাকে একটি বাঘিনী ও দুইটি অশ্ব উপহার দেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রংপুরে ভূমিকম্পে গৃহপতনের ফলে তাহার কয়েকটি পশ্চ মারা যায়। ইহার পর তিনি আরও কিছু কাল বাঘের খেলা দেখাইয়াছিলেন।

শ্বামাকান্ত কখনও কোনও ক্লপ অন্ত্যায় আচরণ সহ করিতে পারিতেন না, তাই তাহার শারীরিক বল অর্জন সর্বাপেক্ষা সার্থক হইয়াছিল—চুর্বলকে প্রবলের কবল হইতে রক্ষা করে নিজের সমস্ত



শ্রামকান্ত বন্দোপাধায়
(পরে ‘সোহংস্মামী’)

বাঙালীর সার্কাস

শক্তি নিয়োজিত করিয়া। তিনি রেলে, জাহাজে, পথে, ঘাটে
বহুবার অত্যাচারীর, বিশেষতঃ মাতৃজাতির, অবমাননাকারীর
সমূচ্চিত শাস্তি দিয়া আয়ের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

গ্রামাকান্তের পিতৃবিয়োগের পর ৪২ বৎসর বয়সে তিনি
সংসার ত্যাগ পূর্বক শন্ম্যাস অবলম্বন করেন ও সোহং স্বামী
নামে পরিচিত হন। তিনি বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া শেষে
হিমালয়ের সান্তুদেশে ভাঙ্গালীতে আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন।
এই আশ্রমেই ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত ঘটে। তিনি
'সোহং গীতা', 'সোহং সংহিতা' 'সোহং তত্ত্ব' 'বিবেক গাথা',
প্রভৃতি কয়েকখনি অধ্যাত্ম-মূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ହିପୋଡ୍ରୋମ ସାର୍କାସ ।

ସ୍ଵନାମଧତ୍ତ ବ୍ୟାୟାମ-କୁଶଲୀ କୁଷଳାଲ ବ୍ୟାୟାମ ମହାଶୟ ଇହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା । କୁଷଳାଲ କଲିକାତାର ଆହିରୀଟୋଲାହ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାୟାମ ବଂଶେ ୧୮୬୬ ଥୃଷ୍ଟାବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ । ତିନି ସଖନ ସାତ କିମ୍ବା ଆଟ ବର୍ଷର ବୟକ୍ତ ବାଲକ, ତଥନ ତାହାର ପାଡ଼ାୟ ଏକ ବାଡ଼ୀତେ ଅଖିଲଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରର Gymnastic ଏର ଖେଳା ଦେଖିଯା ତିନି ଏ଱ାପ ବିମୁଖ ହଇୟାଛିଲେନ ଯେ, ତିନି ଶେଇ ଦିନ ହିତେହି ଜିମ୍ନ୍ୟାଷ୍ଟିକେ ପାରଦର୍ଶୀ ହଇବାର ଜନ୍ମ କୃତସଙ୍ଗ ହେଯେନ ।

କୁଷଳାଲ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସତ୍ତପଣ୍ଡିତର ବଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାଲୟେ ଓ ପରେ ଡଫ୍-ସାହେବେର କୁଲେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରେନ । ବଳା ବାହଲ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟାୟାମ ଶିକ୍ଷାତେହି ତାହାର ଅଧିକ ଅଛୁରାଗ ପରିଲକ୍ଷିତ ହିତ । ଉତ୍କୁ ବଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାଲୟେ ପଡ଼ିବାର ସମୟ ତିନି ଐ ବିଦ୍ୟାଲୟେର ତଦାନୀନ୍ତନ ବିଖ୍ୟାତ ଜିମ୍ନ୍ୟାଷ୍ଟିକ ଶିକ୍ଷକ ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ବସାକେର ନିକଟ ବ୍ୟାୟାମ ଶିକ୍ଷା କରେନ ; ପରେ ତାହାରଙ୍କ ଅଧୀନେ ଅବିନାଶଚନ୍ଦ୍ର ଶୀଳେର ଆଖ୍ତାୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିତେନ । ତାହାର ପର

বাঙালীর সার্কাস

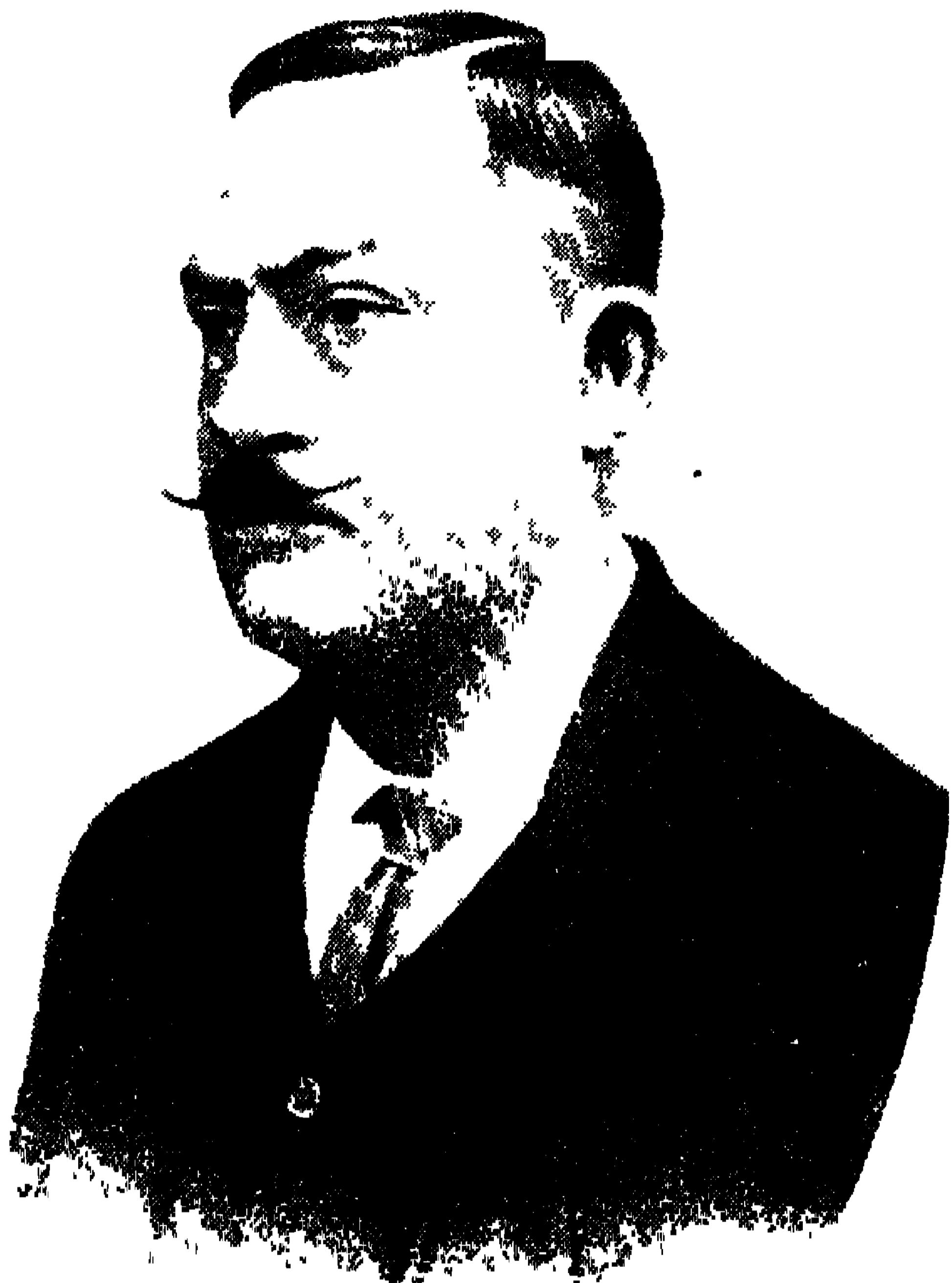
পূর্বোক্ত অধিলচন্দ্র চন্দ্রের নবগঠিত আখড়ায় গিয়া তিনি Parallel ও Horizontal Bar এর খেলা শিখেন। ইহার ছই বৎসর পরে আট দশ জন দুবককে লইয়া বেনেটোলায় তিনি Star Acrobatic Co. নাম দিয়া এক আখড়ার পত্রন করেন। এই সময়ে এক বার শোভাবাজারের মহারাজা নরেন্দ্রকুমারের বাড়ী খেলা দেখাইয়া তিনি মহারাজের নিকট হইতে একটি রৌপ্য পদক পুরস্কার লাভ করেন।

এই আখড়া হইতে তিনি রাজাবাজারের Great Indian Circus-এ বোগ দেন ও তথায় খেলা দেখাইতে থাকেন। মিটার আবেল যখন Great Indian Circus ছাড়িয়া চট্টগ্রাম রওনা হন, সেই সময় কুকুলালও কাহাকেও কিছু না বলিয়া আবেলের সহিত চট্টগ্রামে পলাইয়া যাইয়া Abel Klaer Olman Circus এর সহিত খেলা দেখাইতে থাকেন। এই সার্কাসের সহিত নানাদেশ পর্যটন করিবার পর তিনি এই দল ছাড়িয়া Harmston's Circus, Woodyer Circus, Warren Circus প্রভৃতি নানা যুরোপীয় সার্কাসের সহিত খেলা দেখাইয়া বেড়াইয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বাড়ী ফিরেন। মাস কয়েক পরেই তিনি পূর্বাঞ্চিত পান্নালাল বর্দ্ধন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ নামক আর একজন খেলাড়ির সহিত এক সঙ্গে প্যারিসের বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে গিয়া Horizontal Bar এর খেলা দেখাইয়া সেখানকার দর্শকগণকে বিমোহিত করেন।

বাঙ্গালীর সার্কাস

প্যারিস হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ‘বোসের সার্কাস’ খেলা দেখাইতেন। সেই একই সময়ে বৃন্দ আবেল তাঁহার পাঁচটি সুন্দর ও সুশিক্ষিত ‘পোনি’ লইয়া ও আট বৎসর বয়স্ক এক বালক জেনিকে লইয়া Bose's Circus-এ খেলা দেখাইতেন। ফুষ্টলাল ও আবেল একযোগে ‘বোসের সার্কাস’ ছাড়িয়া দিয়া ‘বোসের সার্কাসের’ ফণীন্দ্রনাথ নাথ ও শ্রীবৃক্ষ রমন মুখাজ্জী এবং অগ্রান্ত কয়েকজন যুরোপীয় খেলাড়ি লইয়া Abel's Great Eastern Circus নাম দিয়া সার্কাস খুলেন। ‘বোসের সার্কাসের’ সহিত আবেলের চুক্তির মেয়াদ তখনও উত্তীর্ণ হয় নাই; সুতরাং ‘বোসের সার্কাস’ আইনের আশ্রয় লইবামাত্রই হাইকোর্টের আদেশানুসারে আবেলের সার্কাস করা বন্ধ হয় ও Abel এর নাম তুলিয়া দিতে হয়। তখন তাঁহাদের দলের নাম হয় শুধু Great Eastern Circus. জোড়াসঁকোর ‘থাকো বাবু,’ সিমুলীয়ান্ত সার্কাস ব্যবসায়ী, গৌর বাবুর * অন্ততম ছাত্র নারায়ণচন্দ্ৰ বসাক এবং প্রসিদ্ধ কাগজ বিক্রেতা অমৃতলাল পাল (A. C. Paul) ফুষ্টলালকে অর্থ সাহায্যে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে এই সার্কাসের নাম বদলাইয়া Hippodrome Circus রাখা হইল। ক্রমে এই Hippodrome Circus উচ্চাঙ্গের এক সুবৃহৎ সার্কাসে পরিণত হইয়াছিল; এবং ইহাও ব্রহ্ম, জাভা, সুমাত্রা, মালয়

যথা স্থানে বলা হয় নাই গৌরবাবু উত্তর জীবনে একজন কৃতিত্ব ‘এটর্নি’ হইয়াছিলেন।



কুমওলাল বসাক

বাঙ্গালীর সার্কাস

উপন্ধীপ, ব্যাঙ্কক, সাংহাই, হংকং এবং জাপান পর্যন্ত খেলা
দেখাইয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করিয়াছিল।
Hippodrome Circus প্রায় ১৪ বৎসর চলিবার পর বিগত
মহাদুর্দের সময় বন্ধ হইয়া যায়।

প্রথমে কয়েকজন বাঙ্গালী খেলাড়ির সহযোগিতায় এই দল
আরম্ভ হইলেও পরে ইহাতে মাত্র কয়েকজন ব্যতীত বাঙ্গালী বা
দেশীয় খেলাড়ির স্থান ছিল না, বলিলেই হয়।

বাঙালীর সার্কাসের যুক্তিকা পতন

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রোফেসর প্রিয়নাথ বসু তাঁহার ভাতা মতিলাল বসুর সহিত ব্যবসা সংস্পর্শে শেষবার বিচ্ছিন্ন হইবার পর Professor Bose's Grand Circus নাম দিয়া স্বতন্ত্র দল গঠন করিয়া ভারতবর্ষের নানাস্থানে খেলা দেখাইয়া বেড়াইতে থাকেন।

মতিলাল বরাবরই ক্ষণ ছিলেন। বহুমুক্ত রোগ সত্ত্বেও অঙ্গোপচারের ফলে তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীসুক্ষ মণিলাল বসু প্রায় এক বৎসর কাল পিতার দল চালাইবার পর William Banquire ওরফে “Appollo” নামক এক বিশিষ্ট এবং প্রসিদ্ধ খেলাড়ির সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার হাতে দলটি ছাড়িয়া দেন। তখন সার্কাসের নাম হইল Apollo's European Circus. এপোলো কিছুকাল মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা জাভা প্রভৃতি দেশে খেলা দেখাইয়া বেড়ান। শেষে জাভায় দলটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইল। মণিলাল তখন দল

বাঙালীর সার্কাস

কলিকাতায় ফিরাইয়া আনাইলেন (১৯১২ খং) এবং অনেক থরচ করিয়া নানা জন্ম, লোকজন ও সাজসরঞ্জাম বাড়াইয়া আর একবার সার্কাস চালাইবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা উপরুক্ত কাণ্ডালীর অভাবে বন্ধ হইয়া গেল ; মণিলাল তখন লোকজন সব ছাড়াইয়া দিয়া প্রায় এক বৎসর কাল ঘরে বসাইয়া জন্ম জানওয়ারদের খাওয়াইতে বাধ্য হইলেন ।

এই সময়ে মণিলাল তাহার খুল্লতাত প্রোফেসার প্রিয়নাথ বসুর সহিত পুনশ্চিলিত হইবার প্রস্তাব করায় প্রোফেসার বসু সহজেই তাহাতে সম্মত হয়েন । প্রফেসার বসু একক এই সম্মিলিত বৃহৎ সম্প্রদায় লইয়া পিনাং যাত্রা করেন ; সে বার তথায় আশাতীত অর্থেপার্জন হয় । তাহার পর প্রায় তিনি বৎসর কাল তিনি এই দল লইয়া মালয় উপনীপ, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশের নগরে নগরে ঘূরিয়া বেড়াইয়া প্রভৃতি অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । এই সময়ে যুরোপে মহাযুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে চতুর্দিকে তজ্জনিত দুর্ঘৃত্যতা ও ব্যয়সংক্ষেচের তাড়নায় অনেক সার্কাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল ; সেই সময়ে কৃষ্ণলাল বসাক তাহার ‘হিপোড্রোম সার্কাস’ আর চালাইতে না পারায় তুলিয়া দিতে বাধ্য হইলেন । সেই ঘোর দুঃসময়েও প্রোফেসার বসুর কর্তৃস্বাধীনে ‘বোসের সার্কাস’ অপ্রতিহত গৌরবে চলিতে লাগিল । কিন্তু হায়, সেও আর বেশীদিনের জন্ম নহে ! অল্ল সময় পরেই পার্টক তাহার পরিচয় পাইবেন । যে একতার অভাবে বাঙালীর যৌথ কারবার

বাঙালীর সার্কাস

অনেক সময় অচল হইয়া পড়িয়াছে, এ ক্ষেত্রেও সেই মতানৈক্য এবং পারিবারিক বিরোধে ইহাও অন্তিম দশায় উপনীত হইল। সব বিষয়ে উত্থান ও পতন আছে — ‘বোসের সার্কাসেরই’ বা তাহার অন্তর্থা হইবে কেন ?

তিনি বৎসর প্রবাস ভৰ্মনের পর প্রোফেসার বস্তু দেশে ফিরিলেন ; মণিলাল বিদেশে যাইতে সম্মত হইলেন না, পরন্তু খুন্নতাতের অভিজ্ঞতা-মূলক উপদেশ ও সাবধান-বাণী লভ্যন করিলেন। নানাদিকে একপ জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইল যে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া দূরের কথা, উহাই ব্যবসায়টিকে দ্রুত ধ্বংসের পথে লইয়া গেল ; এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাচক্রে প্রোফেসার বস্তুকে একেবারে নিঃসন্তান অবস্থায় দাঁড় করাইয়া দিল।

অগত্যা বৃন্দ বয়সে প্রিয়নাথ তাঁহার এক বিশিষ্ট সন্ত্রান্ত মুসলমান বন্ধুর পুত্র কাজি কাদের দাদ সাহেবের সহিত একত্রে নৃতন করিয়া ‘প্রোফেসার বোসের গ্র্যাণ্ড সার্কাস’ গঠন করিয়া সিঙ্গাপুর যাত্রা করিলেন। অন্নদিনের মধ্যে অশাহুরপ অর্দেশার্জন আরম্ভ হইল। সহসা প্রোফেসার বস্তু ‘গ্রাবা’ রোগে পীড়িত হইলেন ; কাজি কাদের দাদ তাঁহাকে কলিকাতায় আনিবার অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কর্তব্যে অবিচল প্রিয়নাথ সার্কাসের গুরু দায়িত্ব ছাড়িয়া কিছুতেই বাড়ী ফিরিতে সম্মত হইলেন না। সার্কাস যখন মালয় উপনীপস্থ ক্লাব, মোয়ার প্রভৃতি স্থানে খেলা দেখাইতেছিল, চিকিৎসার সুবিধার জন্য তিনি তখন সিঙ্গাপুরে

বাঙালীর সার্কাস

আসিয়া মিষ্টার গ্যালওয়ে প্রভৃতি স্থানীয় প্রধান প্রধান চিকিৎসক-দিগের চিকিৎসাধীন রহিলেন। কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফলোদয় হইল না। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২১শে মে তারিখে প্রায় ৫৫ বৎসর বয়সে দূর প্রবাসে নিষ্ঠুর কাল তাঁহাকে কাড়িয়া লইয়া গেল ; শ্রী পুজু পরিজন হইতে দূরে—বহুদূরে সিঙ্গাপুরে সমুদ্র পারে বঙ্গ জননীর প্রিয় সন্তানের চিতাধূম আকাশে মিশাইয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর সার্কাসের ঘবনিকা পতন হইল।

প্রিয়নাথের মৃত্যুর পর পূর্বোল্লিখিত কাজি কাদের দাদ সার্কাসটি চালাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন। ‘হিপোড্রোম সার্কাস’ উঠিয়া যাইবার পর হইতে ক্ষণলাল বসাক কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বসিয়াছিলেন ; কাদের দাদ তাঁহাকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া অনেক অর্থব্যয় করিয়া দল বজায় রাখিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু পারিলেন না।

এইস্থানে প্রোফেসার বসুর ব্যক্তিগত চরিত্রের সহিত তাঁহার সার্কাস জীবনের সম্বন্ধের কথা একটু বলিব। প্রিয়নাথ অতিশয় প্রিয়ভাষী, বিনয়ী, বক্সুবৎসল, পরিহাসপটু এবং সহদয় লোক ছিলেন। এই সকল কারণে তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন, সেই স্থানেই তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার এক এক বাহুব সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। হংখে ও দুর্দিনে তিনি তরুর গ্রাম সহিষ্ঠ এবং মেরুর গ্রাম অটল হইয়া থাকিতে পারিতেন। তিনি বে ব্যক্তিগত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে কত নৃতন

বাঙালীর সার্কাস

নৃতন দেশে, কত নৃতন নৃতন লোকের সংপর্শে আসিতে হইয়াছে ; নৃতন পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন ও আবহাওয়ার মধ্যে তাঁহাকে কত অভাবনীয় বিপদজালে জড়িত হইয়া পড়িতে হইয়াছে ; কত আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উপদ্রব সংহার-মূর্জিতে সম্মুখে রূজ নৃত্য করিয়াছে—কিন্তু নিজের চরিত্রের মাধুর্য, উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহস এবং ঐ সকল বন্ধুর স্নেহ ও প্রীতি তাঁহার ঝঞ্চা ও বিপদ সঙ্কুল জীবনপথে ছুর্ভেট্ট বর্ষ্ম স্বরূপ তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে ।

প্রোফেসার বশু সার্কাসকে প্রাণপেক্ষা ভাল বাসিতেন এবং এই সার্কাসের জগ্নাই তিনি প্রাণপাত করিয়া যান। তিনি তাঁহার সার্কাসের খেলাড়ি ও সহকারী কর্মচারিবুন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য ভৃত্য ও জীবজন্তু পর্যন্ত সকলকেই স্বীয় পরিবারভুক্ত জ্ঞানে আদর ও যত্ন করিতেন। শুধু নিজের দলের খেলাড়ি বলিয়া নহে, পরস্ত সমস্ত খেলাড়ি সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার এমন একটা গভীর প্রীতি ও মমত্ব বোধ ছিল যে, যে কোন দেশীয় যে কোন খেলাড়ি স্বতঃই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ণ না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। এই কারণে প্রিয়নাথ বশুর জীবন যেন ওতঃপ্রোত ভাবে সার্কাসের সহিত জড়িত ছিল ; আত্মার সহিত দেহের যে সম্বন্ধ তাঁহার সহিত সার্কাসের সেই সম্বন্ধ ছিল। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে যে বৎসর প্রিয়নাথ বশু সার্কাস প্রতিষ্ঠা করেন, সেই বৎসর হইতে যে বৎসর তাঁহার দেহান্ত হয়, অর্থাৎ ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কত সার্কাসের আবির্ভাব ও তিরোধান ঘটে কিন্তু এই দীর্ঘ



প্রোফেসর প্রয়নাথ বরু

বৃক্ষবয়সে

বাঙালীর সার্কাস

তেক্রিশ বৎসরকাল—যতদিন না প্রোফেসার বন্দুর শেষ নিঃখাস
বায়ু বাতাসে মিশাইয়াছিল, ‘বোসের সার্কাস’ তাহার বিজয়-
বৈজয়ন্তী উড়ৌন করিয়া দেশে দেশান্তরে বাঙালীর বাহ্যিক ও
বাঙালীর কৃতিত্ব ঘোষণা করিয়া ফিরিয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে
সেই সার্কাসের অবসান ঘটে—বাঙালীর কর্মপ্রচেষ্টা ও কৃতিত্ব
পরিচয়ের একটা দিক বন্ধ হইয়া যায়।

বাঙালীর গৌরব

বাঙালীর সার্কাস বলিতে প্রোফেসার বোসের সার্কাসই প্রথম প্রধান সার্কাস এবং এখনও পর্যন্ত উহাই শেষ। ‘বোসের সার্কাসের’ সময়ে বা তাহার পরবর্তী কালে যে বাঙালীরা কেহ সার্কাসের দল গঠন করেন নাই, তাহা নহে; অনেকবার অনেক দল গঠন করিয়াছেন কিন্তু সে সকলের কোনটই হয় স্থায়ী হয় নাই, নহেত উন্নেখ্যোগ্য নহে অথবা অচল হইয়া শেষ পর্যন্ত ‘বোসের সার্কাসেরই’ অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।

‘গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস’ ও ‘গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস’ কিরণপে একীভূত হইয়া যায়, সে বিষয় পূর্বেই কথিত হইয়াছে। তাহার পর মতিলাল মিত্র, রাধালচন্দ্র দাঁ, গিরিশচন্দ্র শ্রীমানী এবং বিহারীলাল মিত্র এই কয়জন মিলিয়া ‘United Indian Circus’ নাম দিয়া এক সার্কাস করিয়াছিলেন। প্রিয়নাথের সিমলার আখড়ার ঠিক পশ্চাতেই ঈহাদের আখড়া ছিল। এই সার্কাস অচল হইলে বিহারীলাল মিত্র ‘Great Bengal

বাঙালীর সার্কাস

Circus'এর ম্যানেজার নিযুক্ত হন ; এবং ঐ সার্কাসের মতিলাল মিত্র মৃত্যুকাল পর্যন্ত বোসের সার্কাসের অধী এবং হিংস্র জন্ম প্রভৃতির শিক্ষকরূপে কার্য করিয়াছিলেন। রাখালচন্দ্র দাঁ আগাসীর সার্কাস নামক মারহাটি সার্কাসে কর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রবোধচন্দ্র সী নামক এক ভদ্রলোক ‘সৈসনস্ সার্কাস’ নাম দিয়া কিছু দিন একটি সার্কাস চালাইয়া ছিলেন। কিছুকাল পরে প্রোফেসার বসু তাহা কিনিয়া লইয়াছিলেন। উড়িষ্যার অলের রাজা ‘অলরাজ সার্কাস’ নাম দিয়া অনেক অর্থব্যয় করিয়া এক সার্কাস খুলেন ; কুষ্ণলাল বসাক ঐ দলের ম্যানেজার নিযুক্ত হন ; কিছুদিন পরে সে দলও উঠিয়া যায়। একবার মহারাজা শ্বার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর উঠোগে ‘Marhatta Circus’ নামক সার্কাসটি সংস্কৃত করিয়া খুব ধূমধামের সহিত একটি বড় সার্কাসের দল করা হইয়াছিল। তাহাও একপ্রকার সুতিকাগারেই বিনষ্ট হয়। কলিকাতার সিমুলীয়া পল্লীর নারায়ণচন্দ্র বসাক এক সার্কাস মাঝে মাঝে চালাইতেন ; তাহাও স্থায়ী হয় নাই। ‘বসুমতীর’ উপেক্ষনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও একবার সার্কাস করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আরও অনেক ছোট ছোট দল উঠিয়াছিল ও পড়িয়াছিল। আর একটি উল্লেখযোগ্য সার্কাসের নাম ‘রিং লিং সার্কাস’, ইহাও কিছু দিন ঘোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

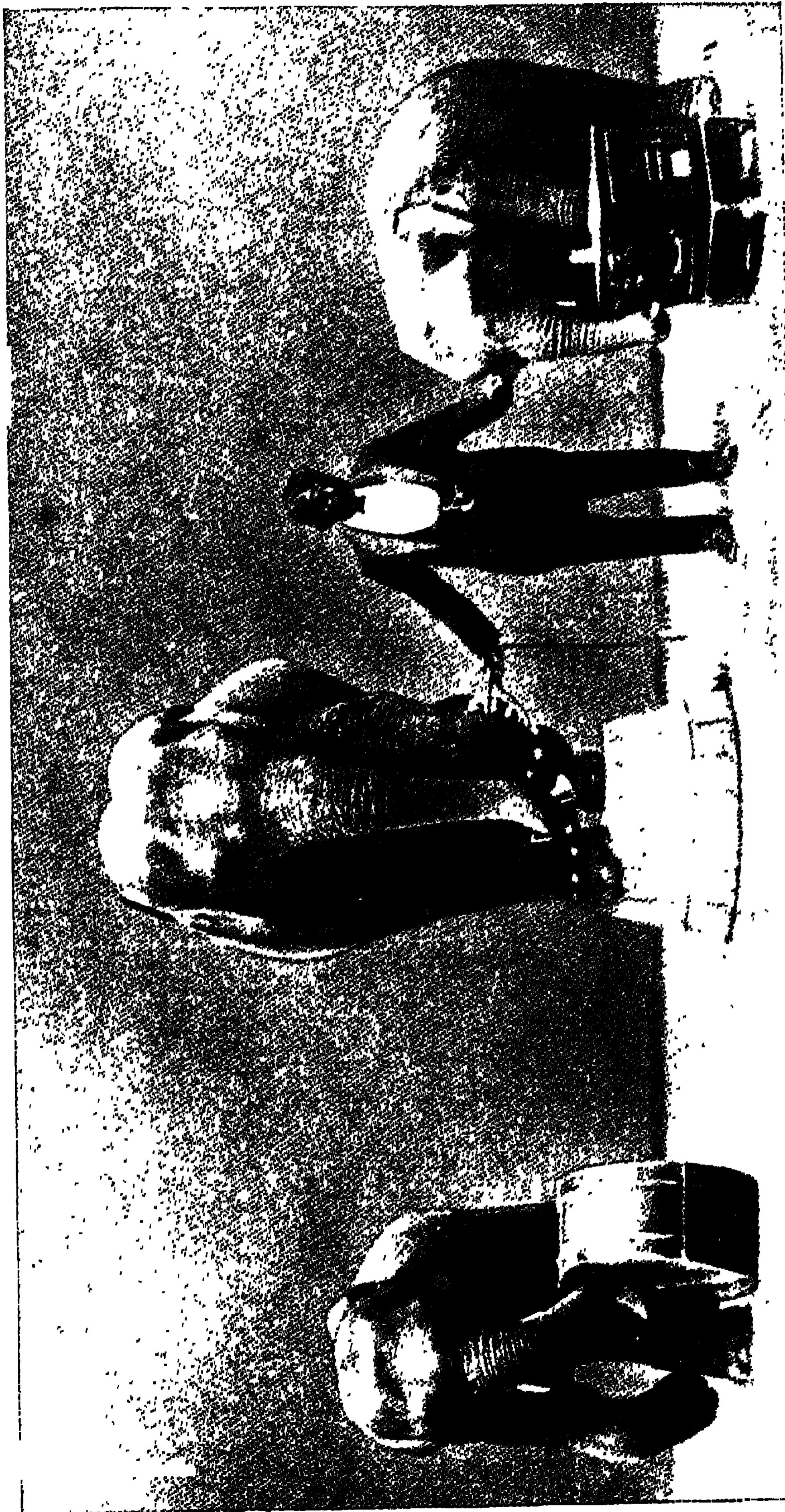
এক ‘বোসের সার্কাস’ ব্যক্তিত যদি বড় কোন বাঙালীর সার্কাসের নাম করিতে হয়, তবে তাহা কুষ্ণলাল বসাক মহাশয়ের

বাঙালীর সার্কাস

‘Hippodrome Circus’—ইহা প্রায় চৌদ্দ বৎসর চলিয়াছিল। এই বিশাল সম্প্রদায়ের অধিনায়ক ছিলেন একজন বাঙালী—ইহাই কুফলাল বসাকের এবং আমাদের গোরবের বিষয়। তবে ইহার আগামোড়া অধিকাংশ খেলাড়ি বিদেশীয় ; এমন কি আমরা কলিকাতা ময়দানে ‘Hippodrome Circus’ এর যে সিংহের খেলা দেখিতাম, তাহাও জার্মানীর বিখ্যাত Hackenbek’s Show হইতে ভাড়া করা। ইহার ব্যায়াম ক্রীড়া, অশ্বচালনা, পশ্চিমিকা প্রভৃতি অধিকাংশই বাঙালীর নিজের নহে ; ফলতঃ বাঙালী স্বত্ত্বাধিকারীর দল, এবং এই সার্কাসের ভূতনাথ বাবুর শিক্ষিত জন্মের খেলা ব্যতীত বাঙালীর নিজের বলিয়া দাবী করিবার জিনিষ তাহাতে অধিক ছিল না।

‘বোসের সার্কাসের’ বৈশিষ্ট্য এই যে, উত্তর কালে মধ্যে মধ্যে কতিপয় বিদেশীয় খেলাড়িকে আশ্রয় দান করিলেও, ইহা বাঙালীর নিজের ঘরের জিনিষ। বাঙালীর পরিচালনা, বাঙালী ক্রীড়ক, বাঙালী অশ্বারোহী, বাঙালীর পশ্চিমিকা, এমন কি বাঙালী রমণী কর্তৃক অশ্বারোহন, ট্রাপিজের খেলা, বাঘের খেলা প্রভৃতি ইহার বিশিষ্টতা ঘোষণা করে। কেবল এই কারণেও বোসের সার্কাস বিদেশীর বিস্ময় এবং স্বদেশীর গর্ব ও আদরের বস্ত !

“ To Bengalees a visit is a source of pleasure and to those of other nationalities of unstinted admiration”—*Indian Mirror* (12-12-08.)



শ্রীযুক্ত হৃতনাথ বসু ও তাহার পিঙ্কত তিনি হাতী
মা বেরটি নাচিতেছে ও তপর দুইটি 'ডাম' ও 'অর্গান' বাজাইতেছে

বাঙালীর সার্কাস

মহীশূর ষ্টেটের রেসিডেন্ট মিষ্টার ডি, রবার্টসন লিখিয়াছিলেন,—

“The performance is all the more remarkable seeing that it is conducted entirely by native agency without European assistance of any sort. I congratulate Professor Bose on his novel venture and wish him every success.”

‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ লিখিয়াছিলেন—

“An indigenous enterprise from start to finish - which should be supported by every patriotic Bengali.”

‘বেঙ্গলী’ লিখিয়াছিলেন—

“It is a well trained and skilful band composed purely of swadeshi performers whose performances can hold their own against those of the first class companies of Europe.”

‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ (৮-১২-০৬) আর একবার লিখেন—

“an indigenous enterprise fully the peer of foreign shows.”

শুধু বাঙালীর সার্কাস বলিয়াই নহে, কি ব্যায়াম কোশল, কি অশ্চালনা, কি হিংস্র জন্মদের শিক্ষা, কি সাজ সরঞ্জাম, কি প্রণালীবন্দ নিয়মশৃঙ্খলা—প্রত্যেক বিষয়ে এই বাঙালীর সার্কাস বড় বড় যুরোপীয় কোম্পানীর কেবল সমকক্ষ ছিল না,—পরস্ত

বাঙালীর সার্কাস

অনেক বিষয়ে বিদেশীয়দিগকে লজ্জা দিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়নাথের বাঙালীর ভৌকৃতার অপবাদ যে মিথ্যা তাহা প্রমাণের সাধনায় তাহাকে সিদ্ধি দান করিয়াছিল। দেশ বিদেশের গণ্য-মাত্র লোক ও বড় বড় ইংরাজ বীরকে পর্যন্ত বাঙালীর শৈর্য-বীর্যে চকিত, সন্তুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। সীমান্তে টীরা ক্ষেত্রে দুর্বর্ষ পাঠান দমন করিয়া যিনি প্রসিদ্ধ, ভারতবর্ষের সেই প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল সার এ, পি, পামার প্রোফেসার বন্দুর সার্কাস দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—

“I had no idea that the vaulting ambition of young Bengal aspired so high.” অর্থাৎ নব্য বাঙালার সম্প্রসারণী আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য যে এত উচ্চে ছিল, তাহা আমার ধারণাই ছিল না।

দেশীয় জমিদার ও রাজা মহারাজা ব্যতীত গভর্নর, লেফটেন্টাণ্ট গভর্নর ও বীরাগ্রগণ্য মহাযোদ্ধা ইংরাজরথীরা এবং দেশীয় লোক ও ইংরাজ পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহ প্রোফেসার বন্দুর সার্কাসের ফতিহ ও পরিচালনা সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিলে বা জানিলে এমন কে বাঙালী আছেন যাহার বক্ষ বাঙালীর গুণগরিমায় স্ফীত হইয়া না উঠে? দুঃখের বিষয়, সকল-গুলি দূরের কথা, তাহার অর্দ্ধাংশের কমও এখানে প্রকাশিত করা সম্ভব নহে; তবে যথাযোগ্য স্থানে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে, আশা করি পাঠকগণ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন।

বাঙালীর সার্কাস

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নানা দেশ পরিভ্রমণপূর্বক ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে যখন লাহোরে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন প্রোফেসর বোসের ‘গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস’ লাহোরে খেলা দেখাইতেছিল। তথায় একদিন ‘ট্রিবিউনের’ তৎকালীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বাড়ীতে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার পুরাতন বন্ধু মতিলাল বন্দুর সাক্ষাৎ হয়। মতিলাল বহুকাল পরে গৌরবোন্নত-শির তাঁহার বাল্যসঙ্গীকে দেখিতে পাইয়া বলেন—“ভাই, তোমায় এখন কি ব'লে ডাকব ?” স্বামীজী স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন—‘হঁ রে মতি ! তুই কি পাগল হয়েছিস্ নাকি ? আমি কি হ'য়েছি ? আমিও সেই নরেন, তুইও সেই মতি !” * উভয়ের সেই মিলন ও কথোপকথন কালে মতিলালের সৌজন্যজনিত স্বাভাবিক দ্বিষাসক্ষেচ উপস্থিত ব্যক্তিগণের কাহারও কাহারও নিকট হয়ত তাঁহার অত্যধিক দীনতা জ্ঞানের পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন ;—

“ Moti was doing greater work than perhaps any Bengali worker in setting an example in organisation and proving Bengali nerve and pluck which was more effective than articles and lectures.” †

* ভারতে বিবেকানন্দ (উদ্বোধন কার্য্যালয়) ।

† The Amrita Bazar Patrika—17-1-10

বাঙালীর সার্কাস

আজকাল বাঙালীরা লেখাপড়া ছাড়া শিল্পবিজ্ঞানেও পারদর্শী হইয়াছেন ; নানা বিষয়ে গঠনশক্তির এবং ব্যবসা-বুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন ; ব্যায়াম অথবা সন্তুষ্ণ-প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতেছেন এবং অনেকে অগ্রবিধ ছাঃসাহসিক কর্মে লিপ্ত থাকিয়া সাধারণের শুক্র অর্জন করিতেছেন সত্য, কিন্তু চলিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই বাঙালী হীন, দুর্বল এবং ভৌরু বলিয়া এত অধ্যাত ছিল যে আমাদের প্রভুজাতির লোকরা ত পরের কথা, ভারতবর্ষেরই অগ্রাগ প্রদেশের লোকরাও বাঙালীকে সাহস ও বীর্যে অকর্মণ্য জ্ঞান করিতেন।

করাচিস্থ 'Sind Gazette' (29-6-94) লিখিয়াছিলেন,—

"That of all the nationalities in India, it should be the Bengalees to treat us to a series of most wonderful athletic, equestrian, acrobatic and equilibrium feats, is, in itself, a pleasant surprise indeed."

মহারাজা সিংহিয়ার লক্ষ্মণ কলেজের অধ্যক্ষ এবং গোয়ালিয়ার রাজ্যের অঙ্গায়ী ইন্স্পেক্টর অব্‌স্কুলস্ প্রাণনাথ পণ্ডিত মহাশয় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রোফেসোর বোসের সার্কাস দেখিয়া—“পশ্চিমারা যা পারে না, তা বাঙালীরা মেয়ে ঘরদে কেমন করিয়া পারিল ?” —কতকটা এই ভাবে বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন ;—

"It was a delightful surprise to see a troupe consisting altogether of the natives of Bengal, males

বাঙালীর সার্কাস

and females distinguishing themselves so successfully in a sphere of life for which many up-country people hitherto considered them to be least fitted."

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ সহরে কাশীনরেশ বাহাদুর প্রোফেসার বোসের সার্কাসের খেলা দেখিয়া যাইয়া তাহার সেক্রেটারীর মারফত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—

"Which shows what the natives of this country even the Bengalees can do. Great credit is due to the Professor and he wishes him every success in his undertaking."

মহারাজের শুভেচ্ছা ছাড়া, ইহার ভাবার্থ এই—"অন্য পরে
কা কথা, বাঙালীদের দ্বারাও এরূপ সম্ভব!"—কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্ !

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তির ও সংবাদপত্রের
উল্লিখিত মত সমূহ হইতে তৎকালে অপর প্রদেশীয়ের বাঙালীর
প্রতি মনোভাব কতকটা বুরা ষায়। বাঙালী যখন ঘরে বাহিরে
এইরূপ অযোগ্য বলিয়া পরিগণিত, বাঙালার সেই অন্ধবৃগে
প্রিয়নাথ বসু ও মতিলাল বসু তাহাদের সার্কাস-জীবনের মধ্য দিয়া
দেশে ও বিদেশে বাঙালীর হুর্ম বে মিথ্যা তাহা প্রমাণিত করিয়া
স্বদেশ ও স্বজাতির মন্তকে গৌরব ও মহিমার মুকুট পরাইয়া
দিয়াছিলেন। প্রোফেসার প্রিয়নাথ বসুর মৃত্যুতে 'বেঙ্গলী' পত্রে
যথার্থই লিখিত হইয়াছিল,—

"(Professor Bose) was in fact the pioneer in the field. His valour and power of organisation

বাঙালীর সার্কাস

and the great athletic feats performed by his party soon raised his Circus to the pinnacle of fame and he travelled in distant lands where the feats of prowess exhibited by his party established the reputation for valour of the Bengali race and helped to enhance their national self-respect.”

অর্থনীতিক দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এই বাঙালীর সার্কাস দেশের অনেক কাজ করিয়াছে; ‘বোসের সার্কাস’ দেশের অর্থ সমুদ্রপারে পাঠাইতে দেয় নাই, পরন্তু বিদেশে অর্থেপার্জন করিয়া দেশের লোকের মধ্যে তাহা বণ্টন করিয়া দেশের বেকার-সমস্তার বৎকিণিঃ সমাধান করিয়াছে; দেশের লোকের পক্ষে নৃতন উপার্জনপথ রচনা করিয়াছে। তঙ্গির সার্কাস যখন ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া অর্থেপার্জন করিয়াছে তখন ইহা প্রত্যেক প্রদেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ কত সরকারী ও বেসরকারী সাধারণ ও জনহিতকর অঙ্গুষ্ঠানে অর্থসাহায্য করিয়াছে—এই বিশাল ভারতবর্ষের কত বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, মঠ, মন্দির, ধর্মশালা, চিকিৎসালয়, বিদ্যাপীঠ, আশ্রম, সভাসমিতি এবং ছর্তিক্ষ ও মহামারী প্রভৃতির তহবিল ও স্মৃতিভাণ্ডার ‘বোসের সার্কাসের’ সাহায্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে কে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করিবে ?

বাঙালী আমরা বাঙালীর মর্যাদা বুঝি না। যাহারা দেশের সম্মান বাঢ়াইয়াছেন, একেপ অনেক দেশ-সেবকের স্মৃতির সম্মান আমরা করি না, বিজ্ঞালীর স্মৃতিগান করি, প্রভাবশালীর

বাঙালীর সার্কাস

নিকট প্রণত হই, অথচ অনেক যোগ্য লোককে ভুলিয়া যাই।
কাল যাহার প্রশংসায় দেশ মুখর হইয়া উঠিয়াছে, আজ তাহার
তিরোধানে সব নিষ্কৃত, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে; নবগোপাল
মিত্রের নাম আমরা জানি না, প্রিয়নাথ বসুর পরিচয়ও ভুলিয়া
যাইতেছি !

সে যাহা হউক সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং নাট্যশালা
প্রভৃতির গ্রাম ব্যায়াম ক্রীড়া ও পৌরুষ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে
সমাজের জগ্নি নির্দোষ আমোদ বিতরণের ব্যবস্থাও জাতিয় সংস্কৃতির
এক অপরিহার্য অঙ্গ—এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার
করিতে হইবে যে, প্রোফেসার প্রিয়নাথ বসু—দেশান্বোধে
উন্মুক্ত নবীন বাঙালীর অরূপচূটার গ্রাম স্বীয় বিশিষ্ট কর্মক্ষেত্রে
অগ্রদূতরূপে জাতীয় জাগরণের উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন।

সমাপ্তি

